ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

# সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

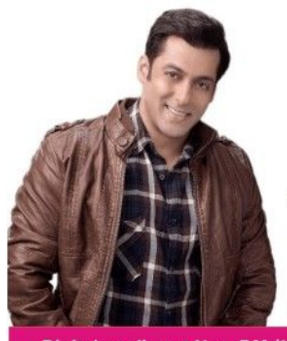

যে শর্তে রেগে গিয়ে ঐশ্বরিয়ার সঙ্গে ব্রেকআপ করেছিলেন সালমান

পৃঃ ৫

উইম্বলডন টেনিসে আরও একবার খেলবেন সানিয়া মির্জা

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ১৯২ ● কলকাতা ● ২৭ আষাঢ়, ১৪৩০ ● বৃহস্পতিবার ● ১৩ জুলাই, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

## ইডির প্রধান যেই হন দুর্নীতিবাজরা

# রেহাই পাবেন না!', সুপ্রিম কোর্টের রায় নিয়ে বড় বয়ান অমিত শাহর

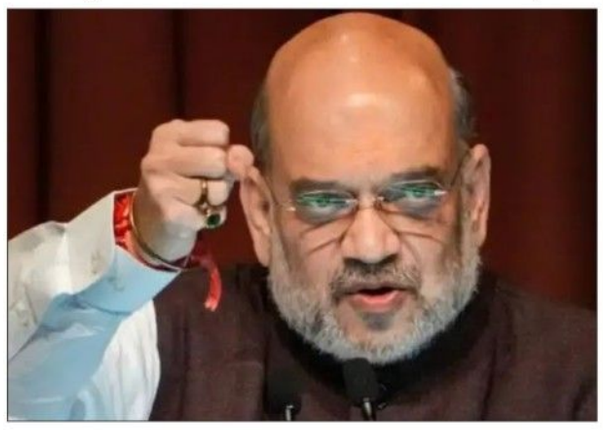

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** বিস্ফোরক অমিত শাহ । ইডির ডিরেক্টর বদল হলেও, দুর্নীতিগ্রস্তদের পরিত্রাণ নেই। তাদের বিরুদ্ধে ইডির তদন্ত যেই রকম চলছিল, সেই রকমই চলবে। সাফ জানিয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেটের ডিরেক্টর এসকে মিশ্রর . কার্যকালের মেয়াদ তৃতীয়বারের জন্য বাড়ায় কেন্দ্র। এই বিষয়টি টুইট করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'ইডি-র ক্ষমতা একটুও কমেনি। আগের মতোই এই প্রতিষ্ঠান দুর্নীতিবাজ এবং বেআইনি কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে। ইডি যে কোনও একক ব্যক্তির থেকে অনেক বড় প্রতিষ্ঠান। অর্থ নয়ছয়ের অপরাধ এবং বৈদেশিক মুদ্রা আইন লঙ্ঘনের মামলার তদন্ত করাই এই প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য, আর এই প্রতিষ্ঠান তাই করে থাকে।'

এর আগে কেন্দ্র অভিযোগ করেছিল, ব্যক্তিগত স্বার্থেই এসকে মিশ্রের মেয়াদ বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আবেদন করা হয়েছে। কেন্দ্র আরও দাবি করে, এই আবেদন সংবিধানের ৩২ নম্বর অনুচ্ছেদের অপব্যবহার।

এরপর ৩ পাতায়

## 'ভোট-হিংসায় ১৯ জন মারা গেছেন,'

# মৃতদের পরিবারকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** পঞ্চায়েত নির্বাচনের ঘোষণার পর থেকেই রাজ্যের নানান জায়গায় বিক্ষিপ্ত অশান্তির ঘটনা ঘটেছে। গুলি চলেছে বোমাবাজির ঘটনা ঘটেছে। আবার কোথাও কোথাও রক্ত ঝরেছে, প্রাণ গেছে। নির্বাচন মিটতেই ভোট হিংসায় মৃতদের পরিবারদের পাশে দাঁড়ানোর কথা বললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।মমতা আরও বলেন, 'আমরা কোর্ট যা নির্দেশ দিয়েছে সব মেনেছি। ৭০০ বুথে পুনর্নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কমিশন, আমরা তাতেও সায় দিয়েছি। ভোটের বাক্সে জল ঢেলে দিয়ে সাধারণ মানুষের ভোট নষ্ট করা হয়েছে। কমিশন কেন তাঁদের গ্রেফতার করল না।'

মুখ্যমন্ত্রী এও বলেন, সব জায়গায় অশান্তি হয়নি। শুধু দু'টি জেলায় হয়েছে। মুর্শিদাবাদ ও মালদহ জেলায় কিছুটা ঘটনা ঘটেছে। আমি দুঃখিত কয়েকজন মারা গেছে বলে। আপনারা দেখবেন যে জায়গাগুলোতে অশান্তি হয়েছে, সেখানে ২০-২৫ বছর ধরে চিরাচরিতভাবে গন্ডগোল হয়ে আসছে। আমি পুলিশকে ফ্রি হ্যান্ড দিচ্ছি। কাউকে রেয়াত করা হবে না।'তিনি এও বলেন, দল নির্বিশেষে মৃতদের পরিবারকে আর্থিক সাহায্যের কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী।

বুধবার নবান্নের সভাঘর থেকে সাংবাদিক বৈঠক করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'সব মৃত্যুই দুঃখজনক। ভোট

এরপর ৩ পাতায়

## 'কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন নিয়ে

# নির্দেশ মানেনি রাজ্য ও কমিশন', ক্ষুব্ধ হাই কোর্ট তলব করল রিপোর্ট

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** পঞ্চায়েত নির্বাচনকে ঘিরে রাজনৈতিক 'হিংসা'র ঘটনায় কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশ মেনে রিপোর্ট জমা দিলেন পশ্চিমবঙ্গ সেক্টরের বিএসএফ আইজি তথা কেন্দ্রীয় বাহিনীর নোডাল অফিসার এস সি বুদাকোটি। বুধবার বিএসএফের আইজির তরফে প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি উদয় কুমারের ডিভিশন বেঞ্চে পঞ্চায়েত ভোট নিয়ে রিপোর্ট জমা দেন কেন্দ্রের অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল (এএসজি) অশোককুমার চক্রবর্তী।

পঞ্চায়েত ভোটে রাজ্যের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন প্রধান বিচারপতি। তিনি বলেন, ''আপনারাও সহযোগিতা করেননি। কমিশনও করেনি। তাই আমাদেরও আমাদের কাজ করা উচিত।' আদালতের আগের নির্দেশ মতো আরও ১০ দিন রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবে। এই পরিস্থিতিতে হাই কোর্টের পর্যবেক্ষণ রাজ্য নির্বাচন কমিশন এবং রাজ্য সরকারের অস্বস্তি বাড়ালো বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ।পঞ্চায়েত ভোটে হিংসা নিয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী এবং কংগ্রেস সাংসদ আবু হাসেম খান চৌধুরীর (ডালু) আদালত অবমাননার

এরপর ৩ পাতায়


# সাতকাহন

{কবিতা সংকলন}

ছায়াপথ প্রকাশনী
আলোর মিছিল

সম্পাদনায়:- অদিতি আচার্য্য ও মৃত্যুঞ্জয় সরদার

লেখা পাঠানোর প্রক্রিয়া

* GOVT. REGD
* ISBN allocation
* Online/Offline selling

১. স্রষ্টার কবিতা যেকোনো পর্যায়ের হতে পারে।
২. কবিতা সর্বাধিক ২৪ লাইনের হতে পারে।
৩. লেখা পাঠানোর ৩দিনের মধ্যে মনোনীত হলে যোগাযোগ করা হবে।
৪. what'sapp এ টাইপ বা document করে লেখা পাঠাতে হবে।

নির্বাচিত সাহিত্যিকদের জন্যে থাকছে মানপত্র এবং মেমেন্টো।

-:লেখা পাঠানোর ঠিকানা:-
what's app :- 7439971094
সময়সীমা:- ৩০শে জুলাই, ২০২৩ এর মধ্যে।

প্রিবুক মূল্য:-
২৫০ টাকা মাত্র

বি: দ্র: - বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্যিক, অভিনেতা, সঙ্গীত এবং নৃত্য জগতের দিকপালরা, সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে বইটি।

আমরা সৌজন্য সংখ্যা দিতে অপরাগ, একটি কপি প্রিবুক করে নেওয়ার অনুরোধ জানাই।

Chayapoth Publication Facebook Page



একটি উন্নততর আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

# সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন

রেজিস্টার্ড অফিস : সরবেড়িয়া, পোঃ-এফ.এস. হাট, থানা - ন্যাজাট, জেলা - উঃ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩২৯
E-mail : sarberia.annoor.mission@gmail.com ● Website : annoormission.org

প্রতিষ্ঠাতা : মরহুম আলহাজ্ব আব্দুল হামিদ

২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি চলিতেছে

যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা ২০২৩ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে তারা অভিভাবক সহ সরাসরি মিশনে এসে **Spot Exam** এর মাধ্যমে একাদশ শ্রেণিতে কলা ও বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হতে পারবে এবং মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল বের হলে ৭৫ শতাংশ নম্বর বিজ্ঞান বিভাগ ও ৬০ শতাংশ নম্বরে কলা বিভাগে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে। মেধাবী ও দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে। সত্ত্বর যোগাযোগ করুন।

আসন সংখ্যা সীমিত

Gilr's Hostel

Boy's Hostel

মোস্তাক হোসেন
প্রধান পৃষ্ঠপোষক
কর্ণধার
পতাকা শিল্পগোষ্ঠী

সেখ নুরুল হক
চেয়ারম্যান
অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল
অবসরপ্রাপ্ত আই.এ.এস

মাধ্যমিক ফলাফল -২০২২

| বোর্ড/কাউন্সিল | | মোট পরীক্ষার্থী | স্টার | প্রথম বিভাগ | দ্বিতীয় বিভাগ | সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBSE | ছাত্রী | ২৮ | ০৩ | ২০ | ০৫ | ৫৮১ |
| | ছাত্র | ০৯ | ০৩ | ০৪ | ০২ | ৫৬৬ |
| | সর্বমোট | ৩৭ | ০৬ | ২৪ | ০৭ | |

জাকির হোসেন মোল্লা
সম্পাদক
সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন
মোঃ - ৯৭৩২ ৫৩১ ১৭১

উচ্চমাধ্যমিক ফলাফল -২০২২

| বোর্ড/কাউন্সিল | | মোট পরীক্ষার্থী | >90 % | 90-80 % | স্টার মার্কস | সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WBCHSE | ছাত্রী (বিজ্ঞান) | ০৮ | ০১ | ০৮ | ০৮ | ৪৬২ |
| | ছাত্র (বিজ্ঞান) | ০৬ | ০১ | ০৬ | ০৬ | ৪৫৪ |
| WBCHSE | ছাত্রী (কলা) | ১৬ | ০০ | ১৪ | ১৬ | ৪৪১ |
| | ছাত্র (কলা) | ০২ | ০০ | ০২ | ০২ | ৪৪১ |
| | সর্বমোট | ৩৭ | ০৬ | ২৫ | ৩২ | |

আবাসিক শিক্ষক চাই
- জীববিদ্যা
- পুষ্টিবিদ্যা
- পদার্থবিদ্যা
- শিক্ষাবিজ্ঞান
- আরবী (এম.এম)

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন
97 34 54 95 05 / 95 64 01 19 06

## বাংলাদেশি নাগরিককে

### প্রাথমিক শিক্ষক পদে নিয়োগ! সিআইডি-কে তদন্তের নির্দেশ হাই কোর্টের

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** নথি জাল করা এক বাংলাদেশি নাগরিককে চাকরি দেওয়া হয়েছে, এমনই অভিযোগ তুলে কলকাতা হাই কোর্টে দায়ের হয়েছিল। মঙ্গলবার সেই সংক্রান্ত মামলায় সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দিল কলকাতা হাই কোর্ট। ১৪ সেপ্টেম্বর মধ্যে এনিয়ে সিআইডি, ডিআইজিকে তদন্ত শেষ করে রিপোর্ট পেশের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়।একই সঙ্গে, অভিযুক্ত ওই শিক্ষক উতপল মণ্ডলের আদালতে হাজিরা নিশ্চিত করতে দক্ষিণ দিনাজপুরের পুলিশ সুপারকে নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। সেই নির্দেশে এদিন পুলিশ অভিযুক্ত শিক্ষককে আদালতে হাজির করে। এদিন অভিযুক্তকে হাজির করা হলে আদালত তাঁর কাছে জানতে চায়, 'আপনি কি এই দেশের নাগরিক?' অভিযুক্ত জানান, 'আমার এদেশের ভোটার ও আধার কার্ড আছে।' আদালতের প্রশ্ন, এই দেশের নাগরিক কি না তার প্রমাণ কী? এছাড়াও তাঁর স্কুল পাশের শংসাপত্রের নথি নিয়েও প্রশ্ন তোলে উচ্চ আদালত। সে বিষয়ে অবশ্য কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি ওই ব্যক্তি।অভিযোগ ছিল, বাংলাদেশ থেকে এদেশে এসে নাগরিকত্ব ও স্কুল পাশের শংসাপত্রের নথি জাল করে প্রাথমিক শিক্ষক হিসেবে চাকরি করছেন দক্ষিণ দিনাজপুরের বাসিন্দা উতপল মণ্ডল। আইনজীবী সৌমেন দত্ত ও সব্যসাচী ভট্টাচার্যের সওয়ালের ভিত্তিতে কর্মরত ওই বিতর্কিত শিক্ষকের বেতন বন্ধের পাশাপাশি, অভিযুক্ত ওই শিক্ষক যাতে স্কুলে ঢুকতে না পারেন, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার স্কুল পরিদর্শককে , তাও নিশ্চিত করতে নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। মঙ্গলবার সেই নির্দেশই বহাল রাখল আদালত।

## কয়লা পাচার মামলায়

### ফের রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটককে তলব করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট

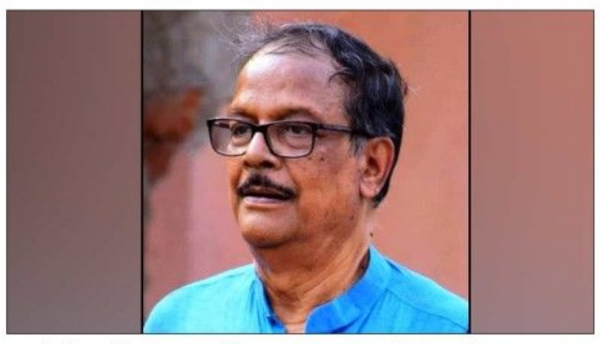

**নয়াদিল্লিঃ নিউজ সারাদিন :** কয়লা পাচার মামলায় ফের রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটককে তলব করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। জুলাইয়ের তৃতীয় সপ্তাহে তাঁকে দিল্লিতে ইডি'র হেডকোয়ার্টারে ডেকে পাঠানো হয়েছে।তবে রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হয়ে যাওয়ায় হাজিরা এড়িয়ে গিয়েছিলেন আইনমন্ত্রী। তখনই জানিয়েছিলেন, পরবর্তীতে ইডি তলব করলে নিশ্চিতভাবেই তদন্তে সাহায্য করবেন। এরপর তাঁকে ফের গত ২৭ জুনও নয়াদিল্লিতে ডেকে পাঠানো হয়। সেবারও হাজিরা দেননি। এবার চলতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে তাঁকে তলব করা হল। পঞ্চায়েত ভোটও মিটে গিয়েছে। তাই এবার রাজ্যের আইনমন্ত্রী কী করেন, সেটাই দেখার। আর এবারও তিনি হাজিরা এড়ালে ইডি কী পদক্ষেপ করে, সে নিয়েও জল্পনা শুরু হয়েছে।গত ৫ জুন মলয় ঘটককে নোটিস পাঠায় ইডি । দিল্লির দপ্তরে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেয়। তার ঠিক আগেই তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী রুজিরাকেও একই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তার আগেও সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশমতো ই-মেল করে তৃণমূল বিধায়কের সময় চেয়েছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। কিন্তু পরপর দু'বার তিনি ই-মেলের জবাব দেননি বলে জানা গিয়েছিল। তৃতীয়বার ই-মেল করার পর জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ইডিকে সময় দিয়েছিলেন তিনি। সেই মর্মে ১৯ জুন দিল্লিতে যাওয়ার কথা ছিল তাঁর।

## শুভেন্দু ঘনিষ্ঠ নেতা কণিষ্ক পণ্ডা গ্রেপ্তার

**কাঁথিঃ নিউজ সারাদিন :** পঞ্চায়েত ভোট মিটতেই পুরনো মামলায় গ্রেপ্তার পূর্ব মেদিনীপুরের বিজেপি নেতা কণিষ্ক পণ্ডা। পুরনো একটি মামলায় বুধবার তাঁর বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করল মারিশদা থানার পুলিশ। সকাল থেকেই তাঁর বাড়ি ঘিরেছিল পুলিশ। বিকেলে গ্রেপ্তার করা হয়। যদিও পরিবারের অভিযোগ, আচমকা বাড়ি থেকে পুলিশ তাঁকে বেআইনিভাবে গ্রেপ্তার

এরপর ৩ পাতায়

## অ্যামাজন মিনিটিভি তার পরবর্তী শো,

### হিপ হপ ইন্ডিয়ার সিজলিং প্রোমো প্রকাশ করলো তাই চূড়ান্ত হিপ হপ ডান্স-অফের জন্য প্রস্তুত হোন!

**অ্যামাজন শপিং অ্যাপের মধ্যে কেবলমাত্র অ্যামাজন মিনিটিভিতে এবং ফায়ার টিভিতে বিনামূল্যে হিপ-হপ ইন্ডিয়ার প্রিমিয়ার করবে**

**Kolkata, July 12 2023: নিউজ সারাদিন :** অ্যামাজন মিনিটিভি - ভারতের প্রথম হিপ হপ ভিত্তিক ডান্স রিয়েলিটি শো - হিপ হপ ইন্ডিয়া চালু করার জন্য প্রস্তুত হওয়ার সাথে সাথে আমাজনের বিনামূল্যের ভিডিও স্ট্রিমিং পরিষেবা সমস্ত কর্ডগুলিতে সঠিক কাজ করছে। খ্যাতিমান কোরিওগ্রাফার রেমো ডি'সুজা এবং নৃত্যের রানী নোরা ফাতেহি প্রথমবারের মতো বিচারক হিসাবে একসাথে আসছেন, দর্শকরা উত্তেজিত এবং ভারতের সবচেয়ে বড় হিপ-হপ সেনসেশন হিসেবে কে আবির্ভূত হবে তা দেখার জন্য অধীর আগ্রহে এবং অপেক্ষা করছে। প্রত্যাশার সাথে যোগ করে, স্ট্রিমিং পরিষেবা আজ ২১ জুলাই শুরু হতে চলেছে শোটির প্রোমো উন্মোচন করা হয়েছে ।

এই প্রোমো সমন্বিত রেমো ডিসুজা এবং নোরা ফাতেহি প্রতিযোগীদের গলি থেকে তুলে হিপ হপ ইন্ডিয়ার গৌরবময় মঞ্চে যাত্রা শুরু করে, অনুষ্ঠানের ট্যাগলাইনে সত্য হলো গলি সে গ্লোরি তক। প্রতিযোগীদের একটি খুব তাজা এবং রাস্তার অবতারে দেখা যায়, অসাধারণ প্রতিভা প্রদর্শন করে এবং তাদের শক্তিশালী ভূগর্ভস্থ চাল দিয়ে বিচারকদের মুগ্ধ করেন। প্রোমোটি প্রতিশ্রুতিশীল দেখাচ্ছে, এবং #হিপ হপ ফিভার এর সাথে গোটা দেশ কে জড়িয়ে ধরতে প্রস্তুত । আমাজন মিনিটিভির হেড অব কনটেন্ট আমোঘ দুসাদ বলেন "হিপ হপ শৈলীতে প্রচুর অব্যবহৃত সম্ভাবনা রয়েছে এবং আমাদের শো হিপ হপ ইন্ডিয়ার মাধ্যমে আমরা সারা দেশের প্রতিভাবান শিল্পীদের একটি বিখ্যাত মঞ্চ প্রদান করার লক্ষ্য রেখেছি। রেমো ডি'সুজার সাথে নোরা ফাতেহি আমাদের সাথে একজন বিচারক হিসাবে যোগদানের সাথে সাথে প্রতিযোগিতার বারটি খুব বেশি হতে চলেছে। এটি শ্রোতা এবং অংশগ্রহণকারীদের সহ সকলের জন্য একটি জয়-জয় পরিস্থিতি কারণ প্রাক্তনরা উচ্চ অকটেন বিনোদন আশা করতে পারে এবং পরবর্তীরা স্বনামধন্য বিচারকদের কাছ থেকে সেরা মানের দিকনির্দেশনা পাবেন।"

শো যত কাছে আসছে ততই তার উত্তেজনা ভাগ করে নিয়ে নোরা ফাতেহি বলেন, "নৃত্য আমার অন্যতম প্যাশন এবং হিপ-হপ এটি করার সেরা উপায়। হিপ-হপ উদ্যমী, উতসাহী এবং জীবন পূর্ণ। আমি রেমো ডি'সুজার সাথে অ্যামাজন মিনিটিভির হিপ হপ ইন্ডিয়ার অংশ হতে পেরে খুবই উত্তেজিত । আমার নিজের রূপান্তরমূলক যাত্রা হয়েছে এবং প্রতিযোগীরা তাদের আনন্দে গৌরবের জন্য মঞ্চে যে জাদু নিয়ে আসে তা দেখার জন্য আমি আর অপেক্ষা করতে পারি না।এটি ভারতে প্রথম ধরনের রিয়েলিটি শো এবং আমরা সারা দেশের দর্শকদের কাছে হিপ-হপ এনার্জি নিয়ে আসতে পেরে উত্তেজিত।"

নোরার অনুভূতির প্রতিধ্বনি রেমো ডি'সুজা বলেন, "হিপ হপ ইন্ডিয়ার ডি-ডে যতই কাছাকাছি আসছে, ভারতজুড়ে দর্শকদের কাছে এই অসাধারণ শোটি উপস্থাপন করার জন্য আমার উত্তেজনা বেড়েছে! আমরা এই প্রতিভাবান নৃত্যশিল্পীদের এমন একটি প্ল্যাটফর্ম দিতে পেরে আনন্দিত যা তাদের গৌরব অর্জন করবে। প্রোমোটি ভারতের অসামান্য প্রতিভার একটি ঝলক এবং হিপ হপ ইন্ডিয়ার সাথে, নোরা এবং আমি ভারতের সেরা হিপ হপ নর্তকী খুঁজে বের করার জন্য আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করব। শুধুমাত্র অ্যামাজন মিনিটিভিতে উন্মাদনা আনতে ২১শে জুলাইয়ের জন্য অপেক্ষা করা যায় না।"

প্রমো লিংক: https://youtu.be/eO7fl_S68SA

সুতরাং, মঞ্চ সেট করা হয়েছে এবং প্রতিযোগীরা তাদের সেরাটা দিতে প্রস্তুত হচ্ছে গলি থেকে গ্লোরিতে যাওয়ার জন্য! শোটি ২১ জুলাই থেকে অ্যামাজন শপিং অ্যাপ এবং ফায়ার টিভির মধ্যে একচেটিয়াভাবে অ্যামাজন মিনিটিভিতে বিনামূল্যে স্ট্রিম করা হবে।

## নির্বাচন ফলাফলের পরেই উত্তপ্ত চাচোল,

# জয়ী জোট প্রার্থীকে মারধরের অভিযোগ তৃণমূল প্রার্থীর বিরুদ্ধে, ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য চাচলে

**সানু ইসলাম : নিউজ সারাদিন** : চাচোলের কৃষ্ণগঞ্জ বুথে জোট প্রার্থী হয়েছিলেন শাহনাজ বেওয়া। আজ নির্বাচনের ফলাফলে সে জয়ী হয়। ভোটে জয়ী হওয়ার পর এলাকায় পৌঁছতে তৃণমূল সমর্থিত নির্দল প্রার্থীর সঙ্গে বচসা বাঁধে। জোট প্রার্থীর অভিযোগ, তৃণমূল সমর্থিত নির্দল প্রার্থী সাইফাল কর্মী সমর্থকদের নিয়ে জোট প্রার্থী সহ কর্মী সমর্থকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। জোট প্রার্থীদের বেধড়ক মারধর ও মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। ঘটনায় জোটের পাঁচজন কর্মী সমর্থক গুরুতরভাবে জখম হন।

অন্যদিকে জোট কর্মী সমর্থকদের হাতে গুরুতরভাবে জখম হন নির্দল কর্মী সমর্থকেরা। ঘটনায় উভয়পক্ষ সাতজন চাচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। গোটা ঘটনা কি ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য মালদহের চাঁচলের কৃষ্ণগঞ্জ এলাকায়।

## উইনিং প্রার্থীদের সার্টিফিকেট না দেওয়ার

# অভিযোগ তুলে রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ

**সানু ইসলাম; নিউজ সারাদিন :** উইনিং প্রার্থীদের সার্টিফিকেট না দেওয়ার অভিযোগ তুলে রাজ্য সড়ক অবরোধ ও ভোট গণনা কেন্দ্রের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ উত্তর মালদা এমপি,বিধায়ক সহ বিজেপি কর্মীরা ,, তৃণমূলের দালাল চোর বিডিও স্লোগান তুলে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে।

উত্তর মালদা সংসদ খগেন মুর্মু জানিয়েছেন মালদা জেলা পরিষদের ৩ নং আসনের দিপালী বলা এবং ৪ নং আসনের সোনালী টুডু ৫ নং আসনের তারাশঙ্কর রায় এই বিজেপি প্রার্থীদের উইনিং সার্টিফিকেট না দেওয়ার অভিযোগ তুলে বুধবার সকাল বেলা হবিবপুর ব্লকের মালদা নালাগোলা রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন বিজেপি কর্মীরা ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী আসে এবং পথ অবরোধ উঠিয়ে দেয় এবং পরে বুলবুলচন্ডী GSV হাই স্কুল ভোট গণনা কেন্দ্রের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ কিরেন বিজেপি কর্মীরা এরপরে মালদা জেলা পরিষদের ৩ নং আসনের দিপালী বলা এবং ৫ নং আসনের তারাশঙ্কর রায় কে উইনিং সার্টিফিকেট তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় এবং মালদা ৪ নং আসনের সোনালী টুডুকে উইনিং সার্টিফিকেট না দেওয়ার জন্য দীর্ঘক্ষণ ধরে চলে অবস্থান বিক্ষোভ ।

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে।
সব রাজ্যে,
সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

সম্রাজ্ঞী
{কবিতা সংকলন}
সম্পাদিকা:- অদিতি আচার্য্য
ছায়াপথ প্রকাশনী
আলোর মিছিল
লেখা পাঠানোর প্রক্রিয়া
১. স্রষ্টার কবিতা যেকোনো পর্যায়ের হতে পারে।
২. কবিতা সর্বাধিক ২৪ লাইনের হতে পারে।
৩. লেখা পাঠানোর ৩দিনের মধ্যে মনোনীত হলে যোগাযোগ করা হবে।
৪. what'sapp এ টাইপ বা document করে লেখা পাঠাতে হবে।
* GOVT. REGD
* ISBN allocation
* Online/Offline selling
নির্বাচিত সাহিত্যিকদের জন্যে থাকছে মানপত্র এবং মেমেন্টো।
-:লেখা পাঠানোর ঠিকানা:-
what's app :- 8207240867
সময়সীমা:- ৩০শে জুলাই, ২০২৩ এর মধ্যে।
বি: দ্র: - বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বাংলা চলচ্চিত্র অভিনেতা অভিনেত্রীরা, সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে বইটি।
আমরা সৌজন্য সংখ্যা দিতে অপরাগ, একটি কপি প্রিবুক করে নেওয়ার অনুরোধ জানাই।
Chayapoth Publication Facebook Page

১-ম পাতার পর

# 'ভোট-হিংসায় ১৯ জন মারা গেছেন,' মৃতদের পরিবারকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

ঘোষণার পর থেকে এখনও পর্যন্ত ১৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। আমি শুধু নিজের দলের কথা বলছি না। তবে এই ১৯ জনের মধ্যে আমাদের দলেরই ১০-১২ জনের মৃত্যু হয়েছে।'

মমতা আরও বলেন, 'সব মৃতদের পরিবারদের প্রতি আমার সমবেদনা রয়েছে। আমি দুঃখপ্রকাশ করছি। আমাদের সরকার সব মৃতদের পরিবারকে আর্থিক সাহায্য করবে। পরিবারপিছু ২ লাখ টাকা এবং পরিবারের একজনকে হোমগার্ডের চাকরি দেওয়া হবে।'মনোনয়ন পর্ব থেকে শুরু করে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। ভোট-হিংসা নিয়ে বিরোধীরা বারবার রাজ্য সরকার ও রাজ্য নির্বাচনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। এদিন বিরোধীদের অভিযোগ নিয়ে বলতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, '৬০ হাজারের বেশি বুথে ভোট হয়েছে। তারমধ্যে বড়জোর ৬০টি বুথে বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটেছে। আমি দুঃখিত রাম-বাম-শ্যাম ও আর একজন জোট বেঁধেছিল। প্ল্যান করে করেছে।'

১-ম পাতার পর

# 'কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন নিয়ে নির্দেশ মানেনি রাজ্য ও কমিশন', ক্ষুব্ধ হাই কোর্ট তলব করল রিপোর্ট

মামলার শুনানিতে বুধবার বিএসএফের আইজি যে রিপোর্ট দিয়েছেন, তা নিয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশন এবং রাজ্যকে আগামী ২৪ জুলাইয়ের মধ্যে জবাব দিতে হবে বলে জানিয়েছে হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। আগামী ২৬ জুলাই এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

পঞ্চায়েত ভোটে হিংসা ঠেকাতে হাই কোর্টের নির্দেশ ছিল, মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব, বিএসএফ আইজি, ডিজি, এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) বসে বাহিনী মোতায়েন নিয়ে বৈঠক করবেন। কোথায় কোথায় বাহিনী থাকবে সিদ্ধান্ত নেবেন। জেলা প্রশাসন এবং স্থানীয় থানাকে সহযোগিতা করতে হবে। বুধবার শুনানি পর্বে এএসজি বলেন, "কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন নিয়ে সঠিক সময়ে সহযোগিতা করেনি কমিশন। ভোটের দিন স্পর্শকাতর এলাকায় বাহিনী মোতায়েন করা হয়নি। পরিকল্পনা না থাকায় অন্যত্র বাহিনী চলে যায়।"প্রধান বিচারপতি শিবজ্ঞানম সে সময় বলেন, "রিপোর্ট দেখে ঠিক বলেই মনে হচ্ছে। দূর থেকে বাহিনী এসেও বসে ছিল। কমিশনের উচিত ছিল সততার সঙ্গে কাজ করা। আপনি যদি আদালতের নির্দেশ গ্রহণ করে নেন, তবে তা কার্যকর করতে হবে। না হলে চ্যালেঞ্জ করতে পারতেন। খুবই দুঃখের বিষয় এত ক্ষতি হয়ে গেল। রিপোর্ট সত্যি হলে বলতে হবে নির্দেশ ইচ্ছাকৃত ভাবে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা হয়েছে।"

এর পরেই রাজ্য নির্বাচন কমিশনের উদ্দেশে প্রধান বিচারপতি বলেন, "কী ভাবে আপনাদের ভূমিকা ব্যাখ্যা করব তা বুঝতে পারছি না। আপনাদের কোনও কাজে আদালত হস্তক্ষেপ করেনি। আপনারা যা যা বলেছেন সব মেনে নিয়েছি। শুধু কেন্দ্রীয় বাহিনীর নির্দেশ দিয়েছিলাম। একটা ছাতা দিয়েছিলাম। সেই ছাতাও কারও সঙ্গে শেয়ার করেননি।"আদালতের নির্দেশ মতো এখনও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়নি কেন, তা জানার জন্য রাজ্যের মুখ্যসচিবকে নির্দেশ দিতে হাই কোর্টের কাছে আবেদন জানান এসএসজি। তার প্রেক্ষিতে প্রধান বিচারপতি বলেন, "রাজ্য পুলিশের ডিজি, এসপি কেউ নির্দেশ পালন না করলে মুশকিল। আমি কলকাতার রাস্তাঘাট চিনি না। আমার চালক আমাকে এখানে নিয়ে এসেছেন। এটা তাঁর কাজ। কিন্তু চিংড়িঘাটা আমি চিনি। যেখানে আমি চিনি না সেখানে তো সহযোগিতা করা উচিত। মোতায়েনের (কেন্দ্রীয় বাহিনী) পরিকল্পনা ঠিক ছিল না, এটা পরিষ্কার।"

১-ম পাতার পর

# ইডির প্রধান যেই হন দুর্নীতিবাজরা রেহাই পাবেন না!', সুপ্রিম কোর্টের রায় নিয়ে বড় বয়ান অমিত শাহর

সংবিধানের ৩২ নম্বর অনুচ্ছেদে, ভারতের প্রত্যেক নাগরিককে, মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হলে সুপ্রিম কোর্ট থেকে সাংবিধানিক প্রতিকার চাওয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্র আরও দাবি করেছিল, জাতীয় কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি এবং অন্যান্য পদাধিকারীরা, ইডির তদন্তের হাত থেকে বাঁচতেই এই আবেদন দায়ের করেছেন।মঙ্গলবার এই মেয়াদ বৃদ্ধিকে অবৈধ বলে ঘোষণা করল সুপ্রিম কোর্ট। ফলে চলতি মাসের শেষেই সম্ভবত তাঁকে অবসর নিতে হবে। সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ে যারা উচ্ছ্বসিত, তাদের 'বিভ্রান্ত' বলে কটাক্ষ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

এক দীর্ঘ টুইট বার্তায় শাহ বলেন, 'যারা ইডি মামলায় সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তে আনন্দিত তারা বিভিন্ন কারণে বিভ্রান্ত। ইডি ডিরেক্টরের পদে কে আসীন, তা গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ যিনিই এই পদ গ্রহণ করবেন তিনিই উন্নয়নবিরোধী মানসিকতার বংশবাদীদের এই আরামের ক্লাবের ব্যাপক দুর্নীতির বিষয়ে ব্যবস্থা নেবেন।'

ইডির ডিরেক্টরের পদে এসকে মিশ্রর কার্যকালের মেয়াদ বৃদ্ধি অবৈধ বলে ঘোষণা করলেও, সেন্ট্রাল ভিজিল্যান্স কমিশন অ্যাক্ট এবং দিল্লি স্পেশাল পুলিস এস্টাব্লিশমেন্ট অ্যাক্টের সংশোধনীকে চ্যালেঞ্জ করে যে আবেদন করা হয়েছিল, সেই মামলা খারিজ করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

২ পাতার পর

# শুভেন্দু ঘনিষ্ঠ নেতা কণিষ্ক পণ্ডা গ্রেপ্তার

করেছে।তবে পঞ্চায়েত ভোটের ফলাফলে কাঁথির বেশিরভাগ জায়গায় তৃণমূলের জয়জয়কার। পিছিয়ে বিজেপি। আর তা বেরতে না বেরতেই কণিষ্ক পণ্ডাকে পুরনো মামলায় গ্রেপ্তার করল মারিশদা থানার পুলিশ। যদিও কী মামলায় গ্রেপ্তার, সে বিষয়ে মুখে কুলুপ পুলিশের।কী কারণে গ্রেপ্তার, সে বিষয়ে পরিবারকে কিছু জানানো হয়নি পুলিশের তরফে।

কাঁথির বিজেপি নেতা কণিষ্ক পণ্ডা।

পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথির নেতা কণিষ্ক বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। ২০২১ সালে শুভেন্দু তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদানের পর তিনিও গেরুয়া শিবিরের নাম লেখান। সেসময় 'দাদার অনুগামী' স্লোগান তুলে অনুগামীদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে কণিষ্ক পণ্ডার বড় ভূমিকা ছিল।

যদিও কণিষ্কর রাজনৈতিক কেরিয়ার বেশ পরিবর্তনশীল। প্রথমে তিনি কংগ্রেসের কর্মী ছিলেন। পরিবর্তনের সরকারে তৃণমূলে নাম লেখান। ২০১৮ সালে কাঁথি ৩ পঞ্চায়েত সমিতি থেকে তৃণমূলের টিকিটে প্রার্থী হয়ে জয়লাভ করেন। পঞ্চায়েত সমিতির বনভূমি কর্মাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। এরপর একুশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে শুভেন্দু অধিকারীর অনুগামী হয়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়া। পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ পদ থেকে ইস্তফা দেন। ২০১৮ সালে কাঁথি ৩ পঞ্চায়েত সমিতি তে তৃণমূলের টিকিটের প্রার্থী হয়ে জয় লাভ করে পঞ্চায়েত সমিতির বনভূমি কর্মাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। অনুগামী হিসেবে পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ পদ থেকে ইস্তফা দেন। একুশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে শুভেন্দু অধিকারী বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পরেই তাঁর অনুগামী হয়ে কণিষ্ক পণ্ডাও দলবদল করেন। পরবর্তীকে 'দাদার অনুগামী' হিসেবে নিজেকে রাজনৈতিক মহলে তুলে ধরেন।

## বিপর্যয় মোকাবিলা ব্যবস্থাপনার জন্য

# রাজ্যগুলিকে ৭৫৩২ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে

**নয়াদিল্লি, ১২ জুলাই, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন :** কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের ব্যয় সংক্রান্ত দপ্তর রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা তহবিলের জন্য ২২টি রাজ্যকে ৭৫৩২ কোটি টাকা দিয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সুপারিশক্রমে এই অর্থ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ত্রিপুরা ৩০ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা এবং আসাম ৩৪০ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা পেয়েছে।

দেশজুড়ে প্রবল বৃষ্টিপাতের প্রেক্ষিতে রাজ্যগুলিকে দ্রুত অর্থ প্রদানের জন্য কেন্দ্র সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর ফলে গত আর্থিক বছরে এই তহবিলের প্রদেয় অর্থ খরচ সংক্রান্ত ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেটের নিয়ম শিথিল করা হয়েছে। ২০০৫ সালের বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা আইন অনুযায়ী রাজ্য বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা তহবিল গড়ে তোলা হয়। কেন্দ্র এই তহবিলে ৭৫ শতাংশ অর্থ দিয়ে থাকে। তবে উত্তর পূর্বাঞ্চল এবং হিমালয় সংলগ্ন রাজ্যগুলির জন্য ৯০ শতাংশ অর্থ কেন্দ্রীয় সরকার প্রদান করে।

প্রতি বছর দুটি কিস্তিতে এই টাকা দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে অর্থ কমিশনের সুপারিশ বিবেচনা করা হয়। রাজ্য বিপর্যয়ের মোকাবিলা তহবিলের অর্থ ঘূর্ণীঝড়, খরা, ভূমিকম্প, বন্যা, শিলা বৃষ্টি, ভূমিধ্বস, মেঘ ভাঙা বৃষ্টি সহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে ব্যয় করা হয়। ২০২১-২২ থেকে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষ পর্যন্ত রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা তহবিলের জন্য পঞ্চদশ অর্থ কমিশন ১ লক্ষ ২৮ হাজার ১২২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করার সুপারিশ করেছে। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার দেবে ৯৮ হাজার ৮০ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা। এ পর্যন্ত কেন্দ্র এই খাতে রাজ্যগুলিকে ৪২ হাজার ৩৬৬ কোটি টাকা দিয়েছে।

## প্রধানমন্ত্রীর ১৩-১৫ জুলাই ফ্রান্স ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহী সফর

**নতুন দিল্লি, ১২ জুলাই, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন :** প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ১৩-১৫-ই জুলাই রাষ্ট্রীয় সফরে ফ্রান্স এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহী যাবেন।

ফরাসি রাষ্ট্রপতি শ্রী ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর আমন্ত্রণে প্রধানমন্ত্রী ১৩ ও ১৪-ই জুলাই প্যারিস যাবেন। ১৪-ই জুলাই বাস্তিল দিবস কুচকাওয়াজে সম্মানীয় অতিথি হিসেবে তিনি উপস্থিত থাকবেন। এই অনুষ্ঠানে ভারতীয় বিমানবাহিনী, নৌবাহিনী এবং সামরিক বাহিনীর সদস্যরা অংশগ্রহণ করবেন।

শ্রী মোদী রাষ্ট্রপতি ম্যাক্রোঁ-র সঙ্গে আনুষ্ঠানিক আলোচনায় মতবিনিময় করবেন। প্রধানমন্ত্রীর সম্মানার্থে শ্রী ম্যাক্রোঁ রাষ্ট্রীয় ভোজসভা এবং ব্যক্তিগত নৈশভোজের আয়োজন করবেন।

প্রধানমন্ত্রী ফরাসি প্রধানমন্ত্রী, সেনেট এবং ফ্রান্সের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির সভাপতিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। এছাড়াও তিনি ফ্রান্সে বসবাসরত ভারতীয় সম্প্রদায়, ভারতীয় ও ফরাসি সংস্থাগুলির মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক এবং বিশিষ্ট ফরাসি ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে পৃথকভাবে মত বিনিময় করবেন।

ভারত-ফ্রান্স কৌশলগত অংশিদারিত্বের রজত জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর এবারের সফর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে কৌশলগত, সাংস্কৃতিক, বিজ্ঞান, শিক্ষা এবং আর্থিক সহযোগিতার মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে এই অংশিদারিত্বকে কীভাবে প্রসারিত করা যায়, সেবিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

প্রধানমন্ত্রী ১৫-ই জুলাই আবুধাবি সফর করবেন। তিনি সেখানে সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর রাষ্ট্রপতি এবং আবুধাবির শাসক শেখ মোহামেদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানের সঙ্গে বৈঠক করবেন। ভারত-সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর কৌশলগত অংশিদারিত্ব ক্রমশ শক্তিশালী হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর এই সফরে জ্বালানী, শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, খাদ্য নিরাপত্তা, আর্থিক ক্ষেত্রে প্রযুক্তি অর্থাৎ ফিনটেক, প্রতিরক্ষা এবং সংস্কৃতি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতার নতুন নতুন সুযোগ শণাক্ত করা হবে। ইউএনএফসিসিসি-র কপ-টোয়েন্টি এইটে সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর সভাপতিত্ব, ভারতের সভাপতিত্বে জি-২০ গোষ্ঠীর বৈঠকে সেদেশের বিশেষ আমন্ত্রিত হিসেবে উপস্থিত থাকার আবহে এই সফরের সময় আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতা নিয়ে দুদেশের মধ্যে আলোচনা হবে।

## উত্তরাখণ্ডের দেরাদুনে ১৪ জুলাই, ২০২৩-এ স্বাস্থ্য চিন্তন শিবিরের

# উদ্বোধন করবেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী ডাঃ মনসুখ মান্ডভিয়া

**নতুন দিল্লি, ১২ জুলাই, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন :** কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী ডাঃ মনসুখ মান্ডভিয়া ১৪ জুলাই, ২০২৩-এ উত্তরাখণ্ডের দেরাদুনে স্বাস্থ্য চিন্তন শিবিরের উদ্বোধন করবেন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের সঙ্গে দুদিনের এই চিন্তন শিবিরের আয়োজন করেছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রীয় পরিষদ। এতে যোগ দেবেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী ডাঃ ভারতী প্রবীণ পাওয়ার এবং অধ্যাপক এস পি সিং বাঘেল। এছাড়া বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের স্বাস্থ্য মন্ত্রী এবং পদস্থ আধিকারিকরা উপস্থিত থাকবেন বলে আশা করা হচ্ছে। এই চিন্তন শিবিরে ভারতের বর্তমান স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হবে। চারটি বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা, আয়ুষ্মান ভারত ডিজিটাল মিশন, স্বাস্থ্য ও সুস্থতা কেন্দ্রসমূহ, প্রধানমন্ত্রী আয়ুষ্মান ভারত, স্বাস্থ্য পরিকাঠামো মিশন সহ আয়ুষ্মান ভারতের নানা দিক নিয়ে এই শিবিরে আলোচনা হবে।

সেইসঙ্গে জাতীয় যক্ষা দূরীকরণ কর্মসূচি, হাম - রুবেলা নির্মূলকরণ নিয়ে আলোচনা হবে। এছাড়া দেশে ডাক্তারি, নার্সিং এবং এর সহযোগী স্বাস্থ্যশিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।

দেশের বর্তমান স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জ এবং নতুন নতুন সম্ভাবনার দিক নিয়ে এই চিন্তন শিবিরে মতবিনিময় করা হবে।

## নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে বানচাল করতে মিথ্যা প্রচার সহ যেসব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন

### বিশ্বের নির্বাচনী কর্তৃপক্ষদের হতে হচ্ছে, তার মোকাবিলায় এ-ডব্লুইবি-র মতো ফোরাম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে : মুখ্য নির্বাচন কমিশার রাজীব কুমার

**নতুন দিল্লি, ১২ জুলাই, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন :** কলম্বিয়ার কার্টাজেনায় অ্যাসোসিয়েশন অফ ওয়ার্ল্ড ইলেকশন বডিজ (এ-ডব্লুইবি)-এর কার্যনির্বাহী পর্ষদের একাদশতম বৈঠকে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার ৩ সদস্যের ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। অ্যাসোসিয়েশন অফ ওয়ার্ল্ড ইলেকশন বডিজ(এ-ডব্লুইবি) হল নির্বাচনী কর্তৃপক্ষগুলির বৃহত্তম সংগঠন। সারা বিশ্বের ১১৯টি নির্বাচনী কর্তৃপক্ষ এর সদস্য। এছাড়া ২০টি আঞ্চলিক অ্যাসোসিয়েশন এর সহযোগী সদস্য হিসেবে রয়েছে। ১৩-ই জুলাই ২০২৩, কলম্বিয়ায় 'আঞ্চলিক নির্বাচনের চ্যালেঞ্জগুলির বিষয়ে বিশ্বব্যাপী দৃষ্টিভঙ্গি'- শীর্ষক এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনেরও আয়োজন করা হয়েছে।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার আলোচনায় যোগ দিয়ে বলেন, বিশ্বব্যাপী এক সংগঠন হিসেবে এ-ডব্লুইবি বিভিন্ন নির্বাচনী কর্তৃপক্ষের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এতে একে অপরের অভিজ্ঞতা ও ভালো কাজ থেকে শেখা যায়। নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে বানচাল করতে মিথ্যা প্রচার সহ যেসব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন বিশ্বের নির্বাচনী কর্তৃপক্ষদের হতে হচ্ছে, তার মোকাবিলায় এ-ডব্লুইবি-র মতো ফোরাম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে বলে শ্রী কুমার মন্তব্য করেন।

কার্যনির্বাহী পর্ষদের বৈঠকে ২০২৩-২৪ সালে এ-ডব্লুইবি-র কর্মসূচি, এ-ডব্লুইবি এবং ইন্ডিয়া সেন্টার সহ তার আঞ্চলিক কার্যালয়গুলির বার্ষিক ফলাফলের রিপোর্ট, বাজেট, সদস্যপদ সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার ভারতীয় নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে এ-ডব্লুইবি-র একটি পোর্টাল চালু করার প্রস্তাব দেন। এতে বিভিন্ন সদস্যের ভালো কাজ ও প্রচেষ্টার বিবরণ নথিবদ্ধ করে রাখা যাবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। এছাড়া যেসব নির্বাচনী কর্তৃপক্ষ ভালো কাজ করছে এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে, তাদের স্বীকৃতিদানের জন্য এ-ডব্লুইবি পুরস্কার চালু করার প্রস্তাবও তিনি দিয়েছেন। দুটি প্রস্তাবেই কার্যনির্বাহী পর্ষদের অনুমোদন মিলেছে।

ভারতীয় নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধি দলে শ্রী কুমার ছাড়াও রয়েছেন উপনির্বাচন কমিশনার মনোজ সাহু এবং যুগ্ম অধিকর্তা অনুজ চন্দক। বৈঠকে শ্রী মনোজ সাহু ২০২২-২৩ সালে ইন্ডিয়া এ-ডব্লুইবি সেন্টারের বিভিন্ন কাজকর্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করেন।

সম্মেলনের ফাঁকে কোরিয়ার জাতীয় নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে ভারতীয় নির্বাচন কমিশনের দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হয়। বৈঠকে বৈদ্যুতিন পোস্টাল ব্যালট পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। উল্লেখ্য, ভারত ও দক্ষিণ কোরিয়া নির্বাচনী ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার লক্ষ্যে ২০১২ সালে একটি সমঝোতাপত্রে স্বাক্ষর করেছিল। এই দুটি নির্বাচন কর্তৃপক্ষের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে। প্রায়শই যৌথ উদ্যোগে বিভিন্ন আলোচনাসভা, সম্মেলন ও পরিদর্শক সংক্রান্ত কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়।

প্রেক্ষাপট : ভারতীয় নির্বাচন কমিশন এবং এ-ডব্লুইবি

বিশ্বের সর্বত্র সুস্থিত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং নির্বাচনী ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ২০১৩ সালের অক্টোবর মাসে কোরিয়া প্রজাতন্ত্রের সোলে এ-ডব্লুইবি গঠিত হয়েছিল। ২০১১-১২ সাল থেকেই এই গঠন প্রক্রিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল ভারত। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে টানা দুবার ভারত এর কার্যনির্বাহী পর্ষদের সদস্য ছিল (২০১৩-১৫ এবং ২০১৫-১৭)। ২০১৭-২০১৯ সাল পর্যন্ত ভারতীয় নির্বাচন কমিশন এ-ডব্লইবি-র ভাইস চেয়ারপার্সনের আসন অলঙ্কৃত করে। ২০১৯-২২ পর্যন্ত ভারত ছিল এই সংগঠনের সভাপতি। বর্তমানে ভারত এর কার্যনির্বাহী পর্ষদের সদস্য।

ইন্ডিয়া এ-ডব্লুইবি সেন্টার

২০১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বেঙ্গালুরুতে এ-ডব্লুইবির কার্যনির্বাহী পর্ষদের বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নতুন দিল্লিতে ইন্ডিয়া এ-ডব্লুইবি সেন্টার স্থাপিত হয়। এর লক্ষ্য ছিল, নির্বাচনী প্রক্রিয়ার ইতিহাস সংরক্ষণ ও গবেষণা এবং সদস্যদের প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা। এই সেন্টারের উদ্যোগে বেশকিছু নথিপত্র ও লেখা প্রকাশিত হয়েছে ৬এ-ডব্লুইবি ইন্ডিয়া জার্নাল অফ ইলেকশনস্থ নামে বিশ্বমানের একটি জার্নালও ইন্ডিয়া সেন্টার প্রকাশ করেছে। ভারতীয় নির্বাচন কমিশন এই সেন্টারকে সর্বতো সহযোগিতা করে।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ১৯২ সংখ্যা ১৩ জুলাই, ২০২৩ বৃহস্পতিবার ২৭ আষাঢ়, ১৪৩০

## সম্পাদকীয়

# বাতিলের পথে পঞ্চায়েত ভোট?

ভোট সন্ত্রাস নিয়ে বিরোধী দলনেতার করা মামলায় কড়া পর্যবেক্ষণ কলকাতা হাই কোর্টের। ভোট পর্বে কমিশনের একাধিক পদক্ষেপ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিচারপতি। আদালতের নির্দেশের পরেও কেন কমিশন উপযুক্ত পদক্ষেপ করেনি তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিচারপতি। এমনকি পুনর্নির্বাচনের সংখ্যা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে আদালত।আদালতের পর্যবেক্ষণে বলা হয়েছে কমিহন যে ভূমিকা পালন করেছে তা কোনও ভাবেই সন্তোষজনক নয়। কলকাতা হাইকোর্ট এই মামলা পুরোটা মনিটর করছে। হাই কোর্টের নির্দেশ মানতে বাধ্য তারা। সুপ্রিমকোর্টও সেই নির্দেশ দিয়েছে। অন্যদিকে গণনা সেহস হওয়ার পরেও যে অশান্তি কন্ট্রোল করতে পারেনি রাজ্য সরকার সেটা কড়া পর্যবেক্ষণের মধ্যে একটি নোট রেখেছে আদালত।মাল্লাকারি ছয় হাজার বুথে অশান্তির কথা বললেও কন মাত্র ৬০০ বুথে পুনর্নির্বাচনের নির্দেশ দেওয়া হল। কোন যুক্তিতে এই নির্দেশ তা জানতে চেয়ে কমিশনকে রিপোর্ট দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কমিশনের এই রিপোর্টের উপরেই নির্ভর করছে ইতিমধ্যেই জয়ী প্রার্থীদের ভবিষ্যত।

নির্বাচন, গণনা এবং জয়ী প্রার্থীদের ভবিষ্যত সমস্তটাই নির্ভর করছে এই মামলার নির্দেশের উপরে। বুধবার, কমিশনের আচরণ নিয়ে কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ দুঃখ প্রকাশ করেন। একই সঙ্গেরাজ্যের ভূমিকা নিয়েও দুঃখ প্রকাশ করা হয়। কমিশন যে ভূমিকা পালন করেছে তা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায়না বা এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়তে পারে।কারণ এত বড় একটি মামলা যেখানে কলকাতা হাই কোর্ট মনিটরিং করছে তারপরেও আদালতকে তথ্য দিয়ে সাহায্য করার জন্য কোনও আধিকারিক নেই। এটা আশ্চর্যজনক ঘটনা।

দ্বিতীয়ত বলা হয়েছে যে দুঃখ লাগছে এটা শুনে যে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে বলা হয়েছে তাঁরা জানেই না স্পর্শকাতর বুথ সম্পর্কে তথ্য। সব থেকে বড় কথা হল এই গণনা হওয়ার পরেও এই অশান্তিকে কন্ট্রোল করতে পারেনি রাজ্য পুলিস। তাঁরা ব্যর্থ হয়েছে। প্রয়োজনে আদালত এটাকে একটি স্ট্রং নোট হিসেবে গ্রহণ করছে। ২০ তারিখের মধ্যে এই রিপোর্ট জমা দিতে হবে।

আদালতের নির্দেশে জানা গিয়েছে যে শুধু পুনর্নির্বাচনই নয় সব জয়ী প্রার্থীদের ভবিষ্যত নির্ভর করছে কমিশনের রিপোর্টের উপরে। প্রয়োজনে সিসিটিভি ফুটেজ, ব্যালট, এবং ভিডিয়োগ্রাফির ফরেন্সিক করাতে পারে।

# বিজেপির দালাল 'বাজারি' সংবাদমাধ্যমকে নিশানা মুখ্যমন্ত্রীর

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** পঞ্চায়েত ভোটের আবহে সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা নিয়ে এবার সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে করেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। সেখানে সংবাদমাধ্যমের একাংশের কর্মকান্ড নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি।মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, 'আমি সাংবাদিকদের বলব নির্ভয়ে নিজেরা গিয়ে গ্রামে গ্রামে তদন্ত করুন। বিজেপি কোন কোন জায়গায় কত টাকা ঢেলেছে। টাকা গুলির সোর্স কী।' সবাইকে শান্তি, সম্প্রীতি, সংহতি বজায় রাখার জন্যও বলেন তিনি।মমতা বনেদ্যাপাধ্যায় এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে টেলিভিশন চ্যানেলগুলির একাংশকে নিশানা করেন। তিনি বলেন এক শ্রেণীর সংবাদমাধ্যম কুতসা ও অপপ্রচার করছে। মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্ন করেন, 'আমি কি মাটি থেকে উঠে আসা বলে, না কি আমি দরিদ্র সমাজের প্রতিনিধিত্ব করি বলে আমার উপর রাগ আপনাদের।?' ত্রিপুরা, মণিপুর, উত্তরপ্রদেশে যে অত্যাচার হচেছ সংবাদমাধ্যমকে তা প্রচার করার জন্যও আর্জি জানান মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে নিশানা করেন তিনি। ২০১৪ সালে বিজেপি যখন থেকে ক্ষমতায় এসেছে তখন থেকে ওদের কুতসা ও মিথ্যাচার শুরু হয়েছে বলে মন্তব্য করেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। মিডিয়া ট্রায়ালের সমালোচনা করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আমি তো গিনিপিগ নই। যে আপনারা আমাকে গিনিপিগ করবেন।'

## ন্যায় কর্মফল দাতা শনি দেব

**-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-**

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে এবং বাংলাদেশের হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলে শনিদেবের ছোটবড় মন্দির দেখা যায়, এবং সেখানে সপ্তাহান্তে শনিবার বড় ঠাকুরের সাপ্তাহিক পুজার্চনা হয়ে থাকে।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

# পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

**মৃত্যুঞ্জয় সরদার**
**(শেষ পর্ব)**

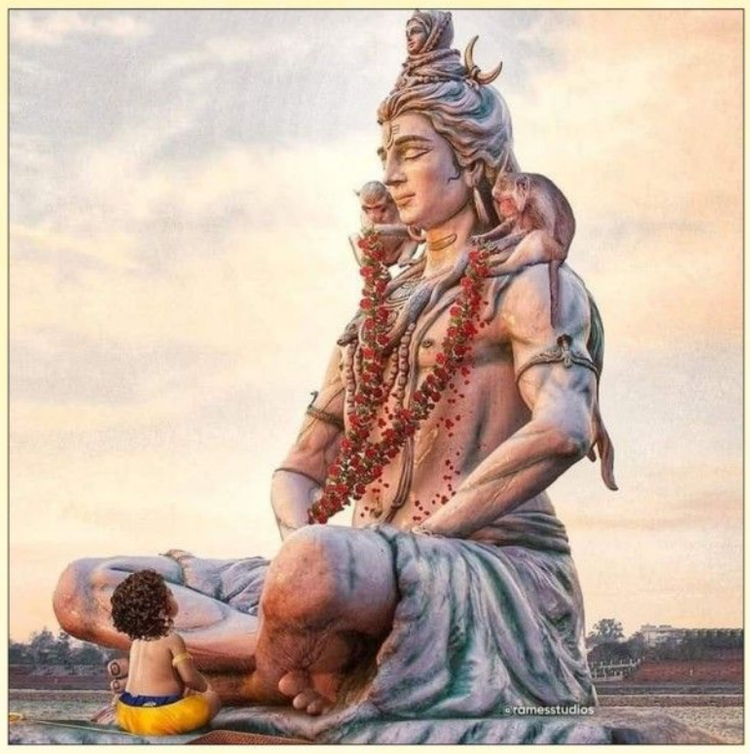

দেবপুত্ত। দীঘ নিকায় গ্রন্থে লেখা আছে বেন্হু বা বিষ্ণু ও ঈশান বুদ্ধকে দেখতে এসেছেন। মহাকাব্য ও পুরাণের যুগে এসে উমা, বিনায়ক, আয়াপ্পান ও স্কন্দ সহ নানা গ্রামদেবতার মত শিব দেবলোকে প্রতিষ্ঠা পেলেন। এই ইতিহাস আদি অনাদিকাল ধরে বয়ে চলেছে,হিন্দু শাস্ত্র মতে সৃষ্টি স্থিতি ও বিনাশের দেবতা হলেন মহাদেব। এই বিশ্ব ব্রহ্মান্ড ও মানুষ সৃষ্টির মূল কারিগর হলেন দেবাদিদেব মহাদেব। তবে ইতিহাস আজো আমাদের অজানা। ইতিহাস যে চিরন্তন সত্য কথা বলে, সে কথা অস্বীকার করার মতো কেউ নেই। বেদে উল্লেখ পাওয়া যায়, যখন এই পৃথিবীতে বসবাস করা কোনও মানুষেরই মৃত্যু হত না। ফলে একটা সময়ে গিয়ে সারা পৃথিবীর খবার শেষ হতে শুরু করেছিল। সে সময়ই যম রাজ প্রথম মৃত্যুর সঙ্গে পরিচয় ঘটালো মানুষের। কারণ এমন পরিস্থিতি হয়ে গিয়েছিল যে জীবন এবং মৃত্যুর মধ্যে ভারসাম্য ফিরে আসাটা খুব দরকার ছিল। আর সেই কাজটিই করেছিলেন যোম রাজ। কিন্তু এর প্রভাবে মানুষের মনে মৃত্যু ভয় এমন ঢুকে গিয়েছিল যে তাদের সব সময়ই মনে হত তারা মরে যাবেন। এমনকি এই ভয়ের কারণে শরীরও ভাঙতে শুরু করেছিল। সে সময়ই ভগবান শিব মানবজাতির হাতে তুলেছি এক ব্রহ্মাস্ত্র, যে অস্ত্রের বলে ভয়ের উপর জিত সম্ভব ছিল। সেই ব্রহ্মাস্ত্র কি ছিল জানেন? মাহা মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র। মৃত্যুকে জয় করেছেন যিনি তিনি মৃত্যুঞ্জয়,তাই এই মন্তের নাম হয়েছিল মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র।ওম। ত্রম্বকাম যজমাহে, সুগন্ধিম পুষ্টি-বর্ধানাম, উরুভারুকন্ডিয়া বান্ধানাম, মৃত্যুয়র মুখশিয়া মামরিতাত।" প্রসঙ্গত, চার লাইনে ভাঙা এই মন্ত্রটির প্রতিটি লাইনে আটটা চিহ্ন রয়েছে, যা উচ্চারণ করার সময় সারা শরীরজুড়ে একটা কম্পন ছড়িয়ে পরে। এই কম্পনই শরীরে ভেতরে থাকা হাজারো ক্ষতকে নিমেষে সারিয়ে তোলে। শুধু তাই নয়, ব্রেন পাওয়ার বৃদ্ধিতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে এই মন্ত্রটি। আধুনিক কালে এই মন্ত্রটিকে নিয়ে একাধিক গবেষণা হয়েছে। তাতে দেখা গেছে মন্ত্রটি পাঠ করার সময় মস্তিষ্কের অনদরে থাকা নিউরনগুলি এতটাই অ্যাক্টিভ হয়ে যায় যে ধীরে ধীরে মনোযোগ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। সেই সঙ্গে বুদ্ধি এবং স্মৃতিশক্তিরও উন্নতি ঘটে। মানব জাতির উন্নতির একমাত্র ভরসা ও আরদ্ধ দেবতা শিব। সেই কারনে কাশ্মীরে লেখা হয় শিবসূত্র। দক্ষিণে রাবণ ছিলেন শিবের উপাসক। বিষ্ণুভক্ত আড়বারদের মত শৈব নায়নার গোষ্ঠী শিবভক্তিতে বাংলার বৈষ্ণব ধর্মের মত উচ্চনীচ ভেদাভেদ ঘুচিয়ে দেয়। তামিল ভাষায় রচিত হয় ভক্তিবাদী 'দেবারম্ স্তোত্র। লিঙ্গায়ৎ সম্প্রদায় হয় শৈব দর্শন অনুসরণকারী। দক্ষিণী আগম শাস্ত্রের মত শিব পুরাণ ও লিঙ্গপুরাণ রচিত হয়েছে উত্তর ভারতে। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ ও অতিকায় শিবমন্দির ছড়িয়ে আছে সারা ভারতে। তামিল 'শিবপ্পু' বা রক্তবর্ণ থেকে হয়তো শিব শব্দের উৎপত্তি। রাঢ়ের রক্ত মৃত্তিকার সঙ্গে কান্তারবাসী রুদ্র শিবের মিল অনেক। বাংলায় তিনি গঞ্জিকাসেবী ভুঁড়িওয়ালা এক আলাভোলা ব্যক্তি। চৈত্র সংক্রান্তিতে নীলাবতীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে। মালদা মুর্শিদাবাদে গাওয়া হয় গমীরা ও গম্ভীরা। কথিত আছে, এক সাধু শিব ঠাকুরকে একদিন প্রশ্ন করেছিলেন, কে ছিল তার বাবা? এই প্রশ্নের উত্তরে শিব জানিয়েছিলেন, ব্রহ্মা ছিলেন তার বাবা। এরপরই ফের আবার সেই সাধুটি শিব ঠাকুরের কাছে জানতে চায়, তার দাদুর নাম কি ছিল? শিব জানায়, তার দাদু ছিলেন বিষ্ণু। কিন্তু এই উত্তর জেনেও দমে থাকেন নি সাধু। তিনি জানতে চান, শিবের প্রপিতামহ কে ছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তর শুনে চমকে যান ওই সাধু। শিব জানায়, সে নিজেই নিজের প্রপিতামহ। কেন বলেছিলেন জানেন, সে কথায় অনুসন্ধানে যা বেরিয়ে এলে সেটি আপনাদের সামনে পরিবেশন করছে! ব্রহ্মা ও বিষ্ণু যখন যুদ্ধ করছেন এমন সময় একটি জ্যোতির্ময় লিঙ্গের আবির্ভাব হল। সেই লিঙ্গের আদি বা অন্ত ছিল না।বিষ্ণু বললেন, 'হে ব্রহ্মা, যুদ্ধ থামাও। দ্যাখো, একটি তৃতীয় বস্তুর আবির্ভাব ঘটেছে। এই লিঙ্গটি কী? কোথা থেকেই বা এল? এসো, এর আদি ও অন্ত অনুসন্ধান করে দেখি। তুমি রাজহংসের রূপ ধারণ করে উপরে উঠে যাও। আমি বরাহের রূপ ধারণ করে নিচের দিকে যাচ্ছি।' এই প্রস্তাবে ব্রহ্মা রাজি হলেন। তিনি শ্বেত রাজহংসের রূপ ধরে উপরে উড়ে গেলেন। বিষ্ণু শ্বেতবরাহের রূপ ধরে নিচে নেমে গেলেন। এক হাজার বছর ধরে তাঁরা সেই লিঙ্গের উৎস খুঁজে ফিরলেন, কিন্তু পেলেন না। তখন তাঁরা যেখানে ছিলেন সেখানে ফিরে এসে প্রার্থনা শুরু করলেন। একশো বছর প্রার্থনার পর একটি ওঁ-কার ধ্বনি তাঁদের শ্রুতিগোচর হল এবং এক পঞ্চানন দশভুজ দেবতার আবির্ভাব ঘটল তাঁদের সম্মুখে। ইনিই মহাদেব শিব।বিষ্ণু বললেন, 'ব্রহ্মা আর আমি যুদ্ধ করে ভালোই করেছি। সেই জন্যই তো আপনি আবির্ভূত হলেন।' শিব উত্তরে বললেন, 'আমরা একই সত্ত্বার তিনটি অংশ। আমরা ত্রিধা বিভক্ত। ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা, বিষ্ণু রক্ষাকর্তা ও আমি ধ্বংসকর্তা। আমার শরীর থেকে রুদ্র নামে আর এক সত্ত্বার জন্ম হয়েছে। যদিও রুদ্র আর আমি একই সত্ত্বা। ব্রহ্মা, আপনি এবার সৃষ্টিকর্ম শুরু করুন।' এই বলে শিব অদৃশ্য হলেন। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু তাঁদের রাজহংস ও বরাহের রূপ পরিত্যাগ করলেন। তবেই পুরাণ-লোকশ্রুতি অনুসারে শিব-গৌরীর বিয়ের স্থানটি উত্তরাখণ্ডে রুদ্রপ্রয়াগ জেলার ত্রিযুগীনারায়ণ গ্রামে। মন্দাকিনী ও শোনগঙ্গার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত এই পৌরাণিক জনপদটি ছিল হিমালয় রাজার রাজধানী। এই বিবাহ দিয়েছিলেন স্বয়ং ব্রহ্মা। আর নারায়ণ গৌরীকে সমর্পণ করেন শিবের হাতে। চৈত্রে শিবগাজন উৎসব অনেকের মতে হর-কালীর বিয়ের অনুষ্ঠান। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি লিখেছেন, 'শিবের গাজনের প্রকৃত ব্যাপার হর-কালীর বিবাহ। সন্ন্যাসীরা বরযাত্রী। তাহাদের গর্জন হেতু গাজন শব্দ আসিয়াছে। ধর্মের গাজনে মুক্তির সহিত ধর্মের বিবাহ হয়। দুই বিবাহ-ই প্রচ্ছন্নঃ তবে বিজ্ঞানের মতবাদ অনুযায়ী কোনো বস্তু কিছু না থেকে সৃষ্টি হয়ে কিছু না তে শেষ হয়েছে। আমাদের বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের সমস্ত বস্তু শিব থেকে এসেছে আবার সেটি শিবে মিশে যাবে। শিব গোটা বিশ্ব ব্রহ্মান্ডে বিরাজ করে। এক কথায় বলা যায় শিবই হল বিশ্ব ব্রহ্মান্ড। বিজ্ঞানের কথায় শক্তির সৃষ্টি ও বিনাশ নেই শক্তিকে কেবল এক রূপ থেকে অন্য রূপে রূপান্তর করা হয়। হিন্দু শাস্ত্র মতে ও শক্তির অন্য রূপ শিবের কোন সৃষ্টি ও বিনাশ নেই। হিন্দু শাস্ত্র মতে শিবের অনেক রূপ রয়েছে। আমাদের কখন মৃত্যু হয় যখন আমাদের শরীরে এনার্জি অর্থাৎ শিব থাকেনা। এক কথায় বলা যায় শিব হীন দেহ শবে পরিণত হয়। অতএব আমাদের সকলের শরীরের মধ্যে শিব অবস্থান করে।শিব পুরান অনুযায়ী আমাদের বিশ্ব ব্রহ্মান্ডে ১১টি রুদ্রের রূপ রয়েছে। আমাদের বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের সঙ্গে রুদ্রের রূপের সৃষ্টি হয়েছে। অনেকের মতে ওই পিন্ডটির অভ্যন্তরীণ যে বিস্ফোরণ ঘটেছিল তা শিবের তান্ডব নৃত্যের ফলে হয়ে ছিল। আর এই নৃত্য কে কসমিক ড্যান্স বলে। শিবের এই রূপকে নটরাজ বলে। নটরাজ এর পিছনের গোলাকার চূড়াটি ব্ল্যাকহোল কে নির্দেশ করে। শিবের নৃত্যের এনার্জির ভাইব্রেশান থেকে এই চক্রের সৃষ্টি। চক্র অপর নাম পৃথিবী ,এই সৃষ্টির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বিগব্যাং থিওরি অনুযায়ী পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে একটি পিন্ড থেকে। ওই পিন্ডটিতে হঠাৎ বিস্ফোরণ হয় এবং পৃথিবীর সৃষ্টি হয়। সাধারণ ভাবে আমাদের প্রশ্ন জাগবে যে এই পিন্ডটির উৎপত্তি কোথা থেকে? কিন্তু বৈজ্ঞানিকরা এর সঠিক বাখ্যা দিতে পারেননি। কোন রহস্যময় ঘটনার ফলে এই পিন্ডটির উৎপত্তি। কিন্তু এই পিন্ডটির উৎপত্তি সম্পর্কে বিস্তর বিতর্ক রয়েছে। এই রহস্যময় জিনিসটি হল অসমিত এনার্জি ও উর্জাতে পরিপূর্ণ ছিল। আর এই রহস্যময় জিনিসটি হল সৃষ্টি স্থিতি ও বিনাশের দেবতা শিব। এই পিন্ডটির কখনও বিনাশ নেই। আর শিবেরও সৃষ্টি, বিনাশ নেই।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

# সিনেমার খবর

cinema TV

## যে শর্তে রেগে গিয়ে ঐশ্বরিয়ার সঙ্গে ব্রেকআপ করেছিলেন সালমান

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** বলিউড প্রেমগুরু সালমান খানের বয়স প্রায় ষাটের ঘরে পৌঁছে গেলেও, এখনও অব্দি তিনি বিয়ে করার ইচ্ছাপ্রকাশ করেননি। যৌবন বয়সে একাধিক প্রেমের সাথে নিজের নাম জড়ালেও বিয়ের মন্ডপে তা কখনোই পৌঁছায়নি।

সেই বিতর্কের মধ্যে অন্যতম একটি হল সালমান খান এবং অভিনেত্রী ঐশ্বরিয়া রাইয়ের প্রেমের গল্প। একসময় তাঁদের জুটি ছিল সুপার ডুপার হিট। তাঁদের ভালোবাসার উদাহরণ দেওয়া হত প্রত্যেক কাপেলকে। দুজনের মধ্যে এতটাই গভীর প্রেম ছিল যে কেউ কোনদিন স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারিনি এই সম্পর্ক পরিণতি পাবে না। তবে বিচ্ছেদ কেন হয়েছিল, এই নিয়ে এখনও অব্দি অনেকের স্পষ্ট ধারণা নেই। খবর ভারত বার্তার।

জানিয়ে রাখা ভাল, জনপ্রিয় বলিউড সিনেমা "হাম দিল দে চুকে সানাম" সিনেমায় কাজ করার সময় একে অপরের কাছে এসেছিলেন সালমান খান এবং ঐশ্বরিয়া রাই। তাঁদের মধ্যে এমন মিষ্টি সম্পর্কের গুঞ্জন রীতিমতো দাবানলের মতো ছড়িয়ে গিয়েছিল গোটা বলি ইন্ডাস্ট্রিতে। তবে খুব তাড়াতাড়ি তাদের এই সম্পর্ক শেষের পথে চলে আসে। কেন বিচ্ছেদ হয় এই নিয়ে অনেক মতভেদ থাকলেও জানা যায় ঐশ্বরিয়া রায়ের বেশকিছু শর্তের কারণে সম্পর্ক এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথ থেকে সরে দাঁড়াতে হয় বলিউড ভাইজানকে। শর্ত জানতে আজকের এই প্রতিবেদনটি সম্পূর্ণ পড়ুন।

সালমান খান তখন তাঁর পুরো পরিবারের সাথে মুম্বাইয়ে বসবাস করতেন। অভিনেতার পরিবারের সাথে সময় কাটানো বেশ পছন্দের ছিল। কিন্তু শোনা যায় ঐশ্বরিয়া রাই বলিউড ভাইজানকে বিয়ের পর পরিবার ছেড়ে বেরিয়ে আসতে বলেছিলেন। এই নিয়ে তাদের মধ্যে সমস্যা শুরু হয় এবং ক্রমশ সম্পর্ক ফিকে হয়ে যায়। তবে এখানেই শর্ত শেষ নয়। জানা যায়, বিয়ের পর ঐশ্বরিয়া চেয়েছিল সালমান খান যাতে না তার ভাইয়ের ব্যবসায় টাকা বিনিয়োগ করে। এই শর্ত শুনে আরও বেশি রেগে গিয়েছিলেন বলিউড দাবাং।

ঐশ্বরিয়া রাইয়ের এই সমস্ত শর্ত সালমান খান মেনে নিতে পারেননি। পরিবার এবং ভাইকে ছেড়ে তিনি নিজের ভালোবাসাকে গুরুত্ব দেননি। এই সমস্ত শর্তের কারণে দীর্ঘদিন ধরে সালমান খান ও ঐশ্বরিয়ার মধ্যে মতভেদ চলেছিল। তবে মতভেদ থেকে জন্ম নেয় দূরত্ব এবং ক্রমেই তাদের সম্পর্কের রং ফিকে হয়ে যায়। শেষপর্যন্ত ২০০২ সালে এই বলিউড জুটির ব্রেকআপ হয়ে যায়।

## সময়টা খুব কঠিন, চেষ্টা করছি ঠিক থাকার: নবনীতা

**নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন :** সদ্য সামনে এসেছে নবনীতা দাস ও জিতু কমলের বিবাহ বিচ্ছেদের খবর। প্রকাশ্যেই জানিয়ে দিয়েছেন অভিনেত্রী, তাঁরা একসঙ্গে ভাল ছিলেন না। রোজের অশান্তিকে মেনে না নিয়ে দুজনে মিলেই এই সিদ্ধান্ত নেই। এখানে কোনও আক্ষেপ নেই। তার কথায়, অনেকেই আছেন যারা নিজেদের ভাগ্য মেনে নিয়ে জীবনে এগিয়ে যেতে পারেন। তারা দ্বিতীয় পথটাই বেছে নিয়েছিলেন। গত তিন থেকে চার মাস ধরেই তারা একে অপরের সঙ্গে থাকেন না। বর্তমানে কেমন আছেন নবনীতা? নবনীতা বলেন, এই সময়টা খুব কঠিন। এই সময়টা নিজেকে ঠিক রাখাটাই বড় বিষয়। চেষ্টা করছি ঠিক থাকার। এগিয়ে তো যেতেই হবে। কাজ নিয়েই ব্যস্ত। আজ একটু ফাঁকা, গাড়িগুলো সার্ভিসিং করাব। এখন তো সব আলাদা আলাদা। নতুন করে গোছাতে হবে। এই সময়ের লড়াইটা বড় অদ্ভুত। তুমি ভুলে থাকতে চাইলেও ভুলতে পারবে না। বিষয়টা তো আর দুজনের মধ্যে নেই।

পরবর্তীতে সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এখনই এসব নিয়ে ভাবিনি। আমার বরাবরই সেভাবে বন্ধু নেই। আমি সেভাবে কখনই পার্টি করিনি। তাই এখনও বিশেষ বন্ধুর কথা ভাবিনি। কীভাবে আমি এই বিষয়টা থেকে এগোব বলতো, সারাক্ষণ তো এটা নিয়েই কথা বলে যাচ্ছি। আর বিশেষ কেউ যদি আসেও, সেও তো ভাল থাকবে না, কারণ এখন চারপাশে একটাই কথা।

## আমরা একে অপরকে খুনও করে ফেলতে পারি: অনুষ্কা শর্মা

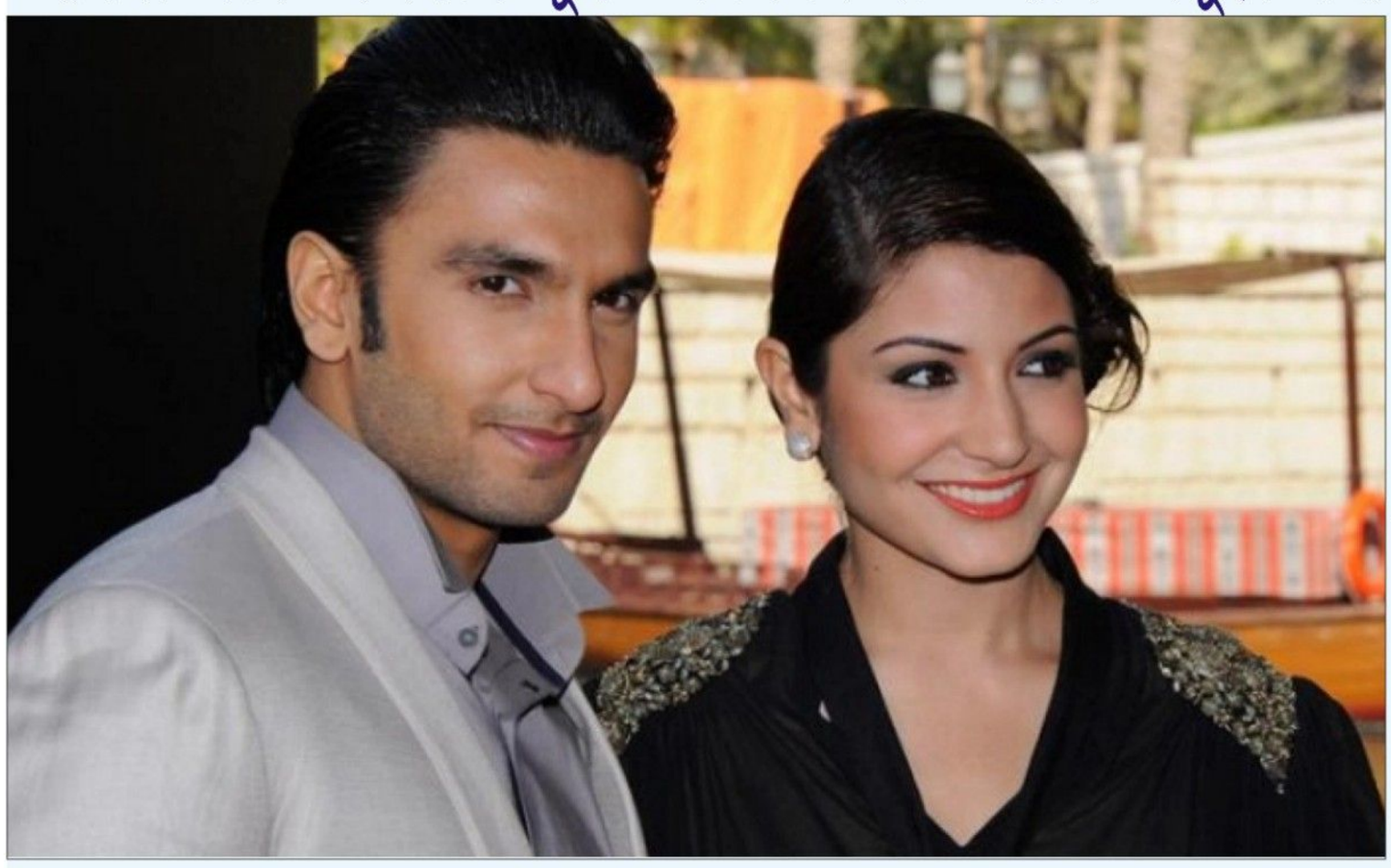

**নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন :** 'ব্যান্ড বাজা বারাত', 'লেডিস ভার্সেস ভিকি বহেল', 'দিল ধড়কনে দো' রণবীর সিং এবং অনুষ্কা শর্মা জুটির তিনটি ছবিই দর্শক মহলে পেয়েছিল বেশ জনপ্রিয়তা। রণবীরের প্রথম সিনেমার নায়িকা ছিলেন অনুষ্কা। তাদের ছবি মুক্তি পাওয়ার পর থেকে রণবীর এবং অনুষ্কার সম্পর্ক নিয়ে হয়েছিল বিপুল আলোচনা। সেই ছবিও বক্স অফিসে পেয়েছিল সাফল্য।

তবে তাদের প্রেমের গুঞ্জন পুরোটাই রটনা বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন নায়িকা। এক বার সিমি গ্রেওয়ালের একটি অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে এসেছিলেন অনুষ্কা। সেই অনুষ্ঠানেই নায়িকাকে সিমি রণবীরের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন করেন। চুপ থাকেননি অনুষ্কা।

অভিনেত্রী বলেন, "আমাদের সম্পর্কটা খুবই অদ্ভুত। আমরা একে অপরকে খুনও করে ফেলতে পারি। এটা সত্যি কথা। একে অপরের মাথাও কেটে ফেলতে পারি। আসলে আমাদের দুজনের জীবনবোধ ভীষণই আলাদা।"

তিনি বলেন, "রণবীর খুবই বাস্তববাদী আর আমি তো সম্পূর্ণ বিপরীত। ও খুবই এক জন আকর্ষণীয় পুরুষ। তবে এমন কারও সম্পর্কে জড়াতে হলে তাকে শান্ত করার কৌশল জানতে হবে। আমরা দুইজনেই ভাল মানুষ। তবে সম্পর্কের জন্য একদমই তৈরি নই।"

এই মুহূর্তে রণবীর এবং অনুষ্কা দুইজনেই নিজেদের সংসারে সুখী। অনুষ্কা বিয়ে করেছেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক বিরাট কোহলিকে। আর অন্য দিকে, দীপিকা পাড়ুকোনের সঙ্গে আনন্দে সংসার করছেন রণবীরও।

তারা দুইজনেই নিজেদের জীবনে ব্যস্ত। রণবীরের নতুন ছবি 'রকি অউর রানি কি প্রেম কাহানি' মুক্তির অপেক্ষায়। আগামী দিনে অনুষ্কাকে দেখা যাবে মহিলা ক্রিকেটার ঝুলন গোস্বামীর জীবনীচিত্র 'চাকদহ এক্সপ্রেস' ছবিতে।

## মিঠুন চক্রবর্তীর মা শান্তিদেবী আর নেই

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** প্রয়াত অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তীর মা শান্তিরানি চক্রবর্তী। বছর তিনেক আগে বাবাকে হারিয়েছেন অভিনেতা। এবার মাকেও হারালেন। মিঠুনের মা শান্তিরানি দেবী, অভিনেতার সঙ্গে মুম্বাইতেই থাকতেন তিনি। ভারতীয় মিডিয়ার খবর অনুযায়ী, বার্ধক্যজনীত সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি। খবর নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানোর আগে সংবাদ মাধ্যমকে মিঠুনের ছোট ছেলে নমশি জানিয়েছেন, "ঠাকুমা আর নেই।"

কলকাতার জোড়াবাগান এলাকায় চার ভাই-বোন এবং মা-বাবার সঙ্গেই থাকতেন মিঠুন। জীবনে প্রতিষ্ঠীত হওয়ার লড়াইয়ে বরাবরাই মাকে পাশে পেয়েছিলেন। কলকাতা থেকে মাকে মুম্বাইয়েও নিয়ে যান তিনি। ছেলে যেখানে প্রতিষ্ঠীত, যে শহরে ছেলের স্বপ্নপূরণ, সেই শহরেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন শান্তিরানি দেবী।

মিঠুনের মায়ের মৃত্যুর খবর পেয়ে টুইটে শোকপ্রকাশ করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। তিনি লেখেন, 'মাতৃবিয়োগের জন্য মিঠুন চক্রবর্তীকে জানাই আন্তরিক সমবেদনা। আশা করি, মিঠুনদা ও তাঁর পরিবার এই গভীর শোক সামলে উঠবেন।'

তোমরা চেয়েছিলে,

# তাই চলে এলাম: সৌরভ গাঙ্গুলি

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** গত শনিবার সৌরভ গাঙ্গুলির জন্মদিন। ৫১ বছরে পা দেবেন বাংলার মহারাজ। সেদিন বিশেষ ঘোষণার কথা নিজেই জানিয়েছেন প্রাক্তন বোর্ড সভাপতি। নিজের ফেসবুকে একটি ছবি পোস্ট করেন সৌরভ। সঙ্গে জন্মদিনের পরিকল্পনার কথা জানান। পোস্ট করা ফটোতে ডায়েরিতে লিখতে দেখা যাচ্ছে ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ককে। ক্যাপশনে সৌরভ লেখেন, 'তোমরা চেয়েছিলে, তাই চলে এলাম। ৮ জুলাই, আমার জন্মদিনে একটি বিশেষ ঘোষণা করব। নজর রেখো।' এদিকে দু'দিন আগেই প্রিয় তারকার জন্মদিন পালন করল সৌরভের ফ্যান ক্লাব 'মহারাজের দরবারে।'

শনিবার পঞ্চায়েত ভোট। তাই আগাম রক্তদান শিবিরের মাধ্যমে ভারতের অন্যতম সেরা অধিনায়কের জন্মদিন পালন করা হয়। উদ্যোগে মহারাজের দরবারে উত্তরবঙ্গ শাখা। বৃহস্পতিবার সংস্থার পরিচালনায় এবং ইমার্জেন্সি ব্লাড সার্ভিসের সহযোগিতায় গঙ্গারামপুর হসপিটাল ব্লাড ব্যাংকে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল।

শিবিরে উপস্থিত ছিলেন মহারাজের দরবারে উত্তরবঙ্গ ইউনিটের সদস্য এবং ইমার্জেন্সি ব্লাড সার্ভিসের সদস্যরা। প্রতি বছরই সৌরভের জন্মদিন উপলক্ষে নানান কর্মসূচি থাকে মহারাজের দরবারের। এবারও জন্মদিনের দিন বিশেষ পরিকল্পনা রয়েছে এই ফ্যান ক্লাবের।

উইম্বলডন টেনিসে আরও একবার

# খেলবেন সানিয়া মির্জা

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** ভারতীয় টেনিসে আলো ছড়ানো একটি নাম সানিয়া মির্জা। একের পর এক শিরোপা জয়ে ভারতকে তিনি বিশ্বের বুকে গর্বিত করেছেন। এ বছরের শুরুতেই টেনিস ক্যারিয়ারের ইতি টেনেছেন তিনি। তা সত্ত্বেও এবারের উইম্বলডন টেনিসে খেলতে দেখা যাবে সানিয়া মির্জাকে। খবর জিও নিউজের।

লেডিস লিজেন্ডস ইনভিটেশন ডাবলস বিভাগে খেলবেন তিনি। গত ৩ জুলাই থেকে এ খেলা শুরু হয়েছে। খবরে বলা হয়, গ্রেট ব্রিটেনের জোহানা কোন্টার সঙ্গে জুটি বেঁধেই কোর্টে খেলতে নামবেন তিনি। সানিয়া সদ্যই অবসর নিলেও তার পার্টনার কিন্তু ২০২১ সালেই খেলোয়াড় হিসেবে অবসর নিয়েছিলেন। সানিয়া মির্জার বাবা ইমাম মির্জাই তার মেয়ের উইম্বলডনে খেলার কথা নিশ্চিত করেন। নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় ইমাম মির্জা সেই টুর্নামেন্টের সূচিও সবার সঙ্গে ভাগ করে নেন। এই টুর্নামেন্টে কিন্তু সানিয়ার পাশাপাশি আরও একগুচ্ছ কিংবদন্তিকে অংশগ্রহণ করতে দেখা যাবে। সানিয়ার সাবেক ডাবলস পার্টনার মার্টিনা হিঙ্গিস, চারবারের গ্র্যান্ডস্লাম জয়ী কিম ক্লাইস্টার্সরাও এই টুর্নামেন্ট খেলবেন।

বিশ্বকাপের টিকিট পেল নেদারল্যান্ডস

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** স্কটল্যান্ডকে চার উইকেটে হারিয়ে ভারতে হতে যাওয়া বিশ্বকাপের টিকিট পেল নেদারল্যান্ডস। স্কটিশদের দেওয়া ২৭৮ রানের লক্ষ্য তারা টপকে গেছে ৪৩ বল হাতে রেখেই।

টস জিতে স্কটল্যান্ডকে আগে ব্যাট করতে পাঠায় নেদারল্যান্ডস। ব্রেন্ডন ম্যাকমুলেনের সেঞ্চুরিতে ৯ উইকেট হারিয়ে ২৭৭ রানের পুঁজি দাঁড় করায় স্কটিশরা। ১১০ বলে ১১ চার ও ৩ ছক্কায় ১০৬ রান আসে ম্যাকমুলেনের ব্যাট থেকে। এছাড়া ৬৪ রান করেন অধিনায়ক রিচি বেরিংটন।

ডাচদের হয়ে ডি লিড ৫২ রানে ৫ উইকেট নেন।

জবাবে ৬৫ রানের জুটিতে নেদারল্যান্ডসকে জয়ের ভিত গড়ে দেন বিক্রমজিৎ সিং (৪০) ও ম্যাক্স ও'ডাউড (২০)। তবে দলীয় ৭২ রানের মধ্যে ফিরে যান এ দুজন। তবে একপ্রান্ত আগলে রাখেন ডি লিড। প্রথমে জুটি বাঁধেন স্কট এডওয়ার্ডসকে নিয়ে। সেটা অবশ্য ৫৫ রানের বেশি টেকেনি।

তবে সাকিব জুলফিকারকে সঙ্গে নিয়ে আরও আগ্রাসী রূপ ধারণ করেন ডি লিড। তাতে ষষ্ঠ উইকেট জুটি থেকে ৬৯ বলে ১১৩ রান পায় নেদারল্যান্ডস। ডি লিড ১২৩ রানে ফিরে গেলেও ততক্ষণে ডাচদের জয় অনেকটাই নিশ্চিত হয়ে। শেষ পর্যন্ত ৪৩ বল হাতে রেখেই লক্ষ্য পাড়ি দেয় দলটি।

উল্লেখ্য, বাছাইপর্ব থেকে বিশ্বকাপের টিকিট পাওয়া আরেক দল হলো শ্রীলঙ্কা।

বিশ্বকাপের আগে

## বিপদে পড়তে পারেন মোহাম্মদ শামি

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** বিশ্বকাপ শুরু হতে আর তিন মাসও বাকি নেই। তার আগেই বিপদে পড়তে পারেন মোহাম্মদ শামি। তার বিরুদ্ধে গার্হস্থ্য হিংসাসহ একাধিক অভিযোগ করেছিলেন স্ত্রী হাসিন জাহান। সেই সমস্যা আগামী এক মাসের মধ্যে মিটিয়ে ফেলার জন্যে শহরের আলিপুর সেশন কোর্টকে নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। যদি তার মধ্যে মিটিয়ে ফেলা সম্ভব না হয়, তা হলে স্থগিতাদেশের ব্যাপারে নতুন করে ভাবতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ সে ক্ষেত্রে আলিপুর সেশন কোর্ট গ্রেফতারির বিরুদ্ধে স্থগিতাদেশ তুলে নিতে পারে এবং শামি বিশ্বকাপের আগেই গ্রেফতার হতে পারেন।

সংবাদ সংস্থা পিটিআইয়ের খবর অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার এই নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন একটি বেঞ্চ। সেই বেঞ্চের সদস্য ছিলেন বিচারপতি পিভি নরসীমা এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্র। তারা জানিয়েছেন, ২০১৮ সালের ৮ মার্চ যাদবপুর থানায় প্রথম শামির বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় অভিযোগ করেন হাসিন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে মামলাটি ওঠে আলিপুর আদালতের অতিরিক্ত মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে। তিনি ২০১৯-এর ২৯ আগস্ট শামিকে গ্রেফতারের নির্দেশ দেন।

শামি পাল্টা আবেদন করেন নিম্ন আদালতের বিচারকের কাছে। তিনি ২০১৯ সালের ২ নভেম্বর পর্যন্ত শামির গ্রেফতারিতে স্থগিতাদেশ দেন। তার পর চার বছরে সেই মামলা প্রায় কিছুই এগোয়নি। কোনও শুনানিও হয়নি। দ্রুততার সঙ্গে যাতে মামলাটি এগোনো হয়, সে বিষয়ে কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন করেছিলেন হাসিন। কলকাতা হাইকোর্ট সেই আবেদন খারিজ করে হাসিনকে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার নির্দেশ দেন। হাসিন এর পরে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন। সেখানেই বৃহস্পতিবার এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, তাদের এই নির্দেশের এক মাসের মধ্যে সমস্যার সমাধান করতে হবে আলিপুর সেশন কোর্টকে। তা সম্ভব না হলে স্থগিতাদেশ সংশোধন করতে হবে বা তুলে নিতে হবে। প্রসঙ্গত, শামির বিরুদ্ধে ফৌজদারি অপরাধের অভিযোগ করেছেন হাসিন। তার দাবি, শামি পণ দেওয়ার জন্যে জোরাজুরি করতেন।

স্ত্রী ধনশ্রীর সঙ্গে শ্রেয়াসের ঘনিষ্ঠতা,

# চাহালের বড় পদক্ষেপ

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** ভারতীয় তারকা ক্রিকেটার শ্রেয়াস আইয়ার এবং তারকা ক্রিকেটার যুজবেন্দ্র চাহালের স্ত্রী ধনশ্রী বর্মার কেমিস্ট্রি নিয়ে সম্প্রতি সময় গুলোতে নানা মাধ্যমে রসালো গুঞ্জন ছড়াতে দেখা গেছে। এমনকি এই দুই জনের কেমিস্ট্রির কথা বিভিন্ন বার জায়গা পেয়েছে সংবাদ শিরোনামে। বিষয়টি নিয়ে যুজবেন্দ্র চাহালের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময় 'সান্তনা মূলক' বাক্য ব্যবহার করতে দেখা গেছে নেটিজেনদের। অনেকেই মনে করেন, শ্রেয়াস আইয়ার এবং ধনশ্রী বর্মার মধ্যে ইঙ্গিত পূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। আবার অনেকেই মনে করেন, বিষয়টি সম্পূর্ণ গুজব।

তারকা ক্রিকেটার যুজবেন্দ্র চাহালের জনপ্রিয়তা যে কতটা, তা অজানা নয় কারোর। ভারতের এই চতুর ক্রিকেটারের সাথে শুধুমাত্র একটি সেলফি তোলার জন্য স্বপ্ন দেখেন কয়েক কোটি ভক্তরা। ফলে জনপ্রিয়তার দিক থেকে কোন অংশে তিনি পিছিয়ে নেই ধনশ্রী বর্মার চেয়ে। এবার শ্রেয়াস আইয়ার এবং ধনশ্রী বর্মার কার্যক্রমের যথোপযুক্ত জবাব দিতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন যুজবেন্দ্র চাহাল। উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে বিভিন্ন বার দেখা গেছে ধনশ্রী বর্মার সাথে একের পর এক রিল ভিডিও বানাচ্ছেন শ্রেয়াস আইয়ার।

সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভারতীয় ক্রিকেটার চাহালের একটি ছবি রীতিমতো ভাইরাল হয়ে পড়েছে। যে ছবিতে এক সুন্দরীর সাথে ঘনিষ্ঠ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে ভারতীয় ক্রিকেটারকে। এই দুজনের ঘনিষ্ঠতা দেখে এটা পরিষ্কারভাবে জানা যায় যে, এরা দুইজন একে অপরের বন্ধুর চেয়ে অনেক বেশি।

যেখানে দুইজনকে বেশ রোমান্টিক ভাবে সময় কাটাতে দেখা গেছে। যদি ভাইরাল হওয়া এই ছবিটির সত্যতা তুলে ধরি, তবে জানা যাচ্ছে চাহালের সাথে ছবিতে থাকা মেয়েটি আসলে একজন পেশাদার মডেল। তিনি আর কেউ নন বরং দাবার জগতে বিখ্যাত খেলোয়াড় জেসি ফেব্রুয়ারি।

ধোনির কারণে নিয়ম

# বদলে ফেলে বিসিসিআই

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** ভারতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম সফল ক্যাপ্টেন। শুক্রবার ৪২ বছরে পা দিলেন মাহি। ২৩ বছর বয়সে ধোনি তার আন্তর্জাতিক কেরিয়ার শুরু করেন। তার নেতৃত্বেই ভারত তিনটি আইসিসি খেতাব জিতেছে। আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে ৫ এপ্রিল ২০০৫ সালে, ধোনি তার পঞ্চম একদিনের ম্যাচে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ১৪৮ রান করেন। পরে, তিনি তার কেরিয়ারের পঞ্চম টেস্টেও ১৪৮ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলেন। মহেন্দ্র সিং ধোনি বিসিসিআই-এর ট্যালেন্ট রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টের নজরে আসেন।

তবে মহেন্দ্র সিং ধোনি ২১ বছর বয়সে বিসিসিআই-এর TRDW স্কিমে অন্তর্ভুক্ত হন, যেখানে এর বয়সসীমা ছিল ১৯ বছর। এর পেছনে রয়েছে খুবই মজার গল্প। আসলে, সাবেক পশ্চিমবঙ্গের অধিনায়ক প্রকাশ পোদ্দারের নির্দেশেই ধোনিকে টিআরডিডব্লিউ-তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। পোদ্দারের জোরাজুরিতে, ভেঙ্গসরকার সিদ্ধান্ত নেন যে প্রতিভাবান খেলোয়াড়ের ক্ষেত্রে এই নিয়মে ছাড় দেওয়া উচিত। অনূর্ধ্ব-১৯ ম্যাচ দেখতে জামশেদপুর গিয়েছিলেন পোদ্দার। ধোনির কারণে নিয়ম বদলে ফেলে বিসিসিআই।

একই সময়ে, বিহার দল সংলগ্ন কেনান স্টেডিয়ামে একটি ৫০ ওভারের ম্যাচ খেলছিল এবং বল বারবার স্টেডিয়াম থেকে চলে আসছিল। এর পরে পোদ্দার কৌতূহলী হয়েছিলেন যে এত জোরে কে বল মারছে। তিনি এরপরেই ধোনির কথা জানাতে পারেন। সেখান থেকেই তার উত্থান। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে ধোনিকে অস্ট্রেলিয়ান কিংবদন্তি অ্যাডাম গিলক্রিস্টের সঙ্গে তুলনা করা হতে থাকে মাহির শেষ ওভার পর্যন্ত রান তাড়া করতে পারার ক্ষমতা ফিনিশার হিসাবে মাইকেল বেভানের কাছাকাছি নিয়ে গিয়েছে। তিন বছরের মধ্যে, ধোনি ওয়ানডে এবং টি-২০ অধিনায়ক নিযুক্ত হন।

তার নেতৃত্বে ২০১১ এবং ২০১২ সালে, ভারত ইংল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টানা ৮ টি হারের মুখে পড়েন। পরের বছর অস্ট্রেলিয়ায় সিবি সিরিজের ফাইনাল জিতেছিল। এর পরে, ধোনি ২০০৮ সালে টেস্ট অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন এবং অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড এবং নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে স্মরণীয় সিরিজ জয় রেকর্ড করেন।

২০০৯ সালের ডিসেম্বরে ভারত টেস্ট ক্রিকেটে নম্বর-১ হয়ে ওঠে। কিন্তু তার অধিনায়কত্বে, ২০১১ এবং ২০১২ সালে, ভারত ইংল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টানা হারে। এই পরাজয়ের কারণে ভারত শীর্ষ র‍্যাঙ্কিং হারায়।

মহেন্দ্র সিং ধোনি ৩৫০ একদিনের ম্যাচে ৫০.৫৭ গড়ে ১০৭৭৩ রান করেছেন, যার মধ্যে ১০টি সেঞ্চুরি এবং ৭৩টি হাফ সেঞ্চুরি রয়েছে। এই সময়ে তার সর্বোচ্চ স্কোর ছিল অপরাজিত ১৮৩। ওয়ানডেতে উইকেটের পেছনে নিয়েছেন ৪৪৪ উইকেট। ধোনি ৯০ টেস্টে ৩৮.০৯ গড়ে ৪৮৭৬ রান করেছেন। টেস্টে তিনি ৬টি সেঞ্চুরি ও ৩৩টি হাফ সেঞ্চুরি করেছেন।

'কুল' ধোনির মুখোশ

# খুলে দিলেন ঈশান্ত শর্মা

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** মহেন্দ্র সিং ধোনির নামের সঙ্গে জুড়ে গিয়েছে 'ঠান্ডা ঠান্ডা কুল কুল' শব্দ বন্ধনী। মিস্টার কুল নামে তিনি পরিচিত ক্রিকেট জগতে। ইস্পাত কঠিন নার্ভ ধরে রাখার জন্য তিনি জগৎ বিখ্যাত। তবে ঈশান্ত শর্মার দাবি, মহেন্দ্র সিং ধোনি মাঠে প্রায়ই মেজাজ হারান। ব্যাপক গালিগালাজও করেন। টিআরএস ইউটিউব চ্যানেলে ঈশান্ত সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে ধোনির আসল রূপ সামনে আনলেন। বলে দিলেন, "মাহি ভাইয়ের শক্তি অনেক ক্ষেত্রেই রয়েছে। তবে ঠান্ডা ঠান্ডা থাকা মোটেই ধোনির সেরা শক্তিগুলোর একটা নয়। মাঠে তো প্রায়ই যাচ্ছেতাই গালাগালি করে সে। নিজের সরাসরি নিজের চোখে এই ঘটনা দেখেছি।"

ভারতীয় দল হোক বা আইপিএল ধোনি সবসময়ে লোকজন পরিবেষ্টিত হয়ে থাকে। কেউ না কেউ সবসময় ধোনির সঙ্গে থাকে। এটা অনেকটা গ্রামে থাকার মত অনুভূতি। বড় গাছকে মিস করার মত ঘটনা। আমি বল করার পরেই ধোনি জিজ্ঞাসা করত, ক্লান্ত অনুভব করছিস নাকি? আমি জবাব দিতাম- অনেকটা। তারপর ও বলত- বাছা, তোর বয়স হয়ে যাচ্ছে। ক্রিকেট ছেড়ে দে।"

দিল্লির তারকা পেসার জানাচ্ছেন, ধোনির রেগে যাওয়া মোটেই স্বভাবিক ব্যাপার নয়। তবে ঈশান্ত এক টেস্টের কথা স্মরণ করেছেন যেখানে ঈশান্ত ঠিকমত থ্রো কালেক্ট না করতে পারায় ধোনি বেজায় বিরক্ত হয়েছিলেন।

"আমি কখনই মাহি ভাইকে রাগতে দেখিনি। তবে যখন ওঁর থ্রো কালেক্ট না করতে পারতাম, তখন অন্য ব্যাপার ঘটত। প্রথমবার যখন ছুঁড়ত, ওঁর অভিব্যক্তি দেখেছিলাম। পরের থ্রো আরও জোরে করত। তারপরও বল বেরিয়ে যেত। তৃতীয় থ্রোয়ে ও গালাগালি দিয়ে বলত, হাতে সরাসরি জোরে থ্রো কর।"

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR